MAJUMDÁRA'S SERIES.

মহাকবি কালিদাস প্রণীত

কুমারসম্ভব।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থণানুসারে

ডবেটন কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক

শ্রীকেদার নাথ তর্করত্ন অনুবাদিত।

কলিকাতা

বি, পি, এম্‌স্‌ যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত.

২২নং রামাপুকুর লেন।

সন ১২৭৮।

বিজ্ঞাপন

এক্ষণে আমাদিগের দেশে বহুলরূপে সংস্কৃতচর্চ্চা হইতে চলিল। এই কুমারসম্ভব প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ নির্ণীত হইয়াছে। সংস্কৃত পুস্তক সমুদয় দুর্লভ ও দুর্মূল্য ছিল। অনেকে তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ ও স্বল্পমূল্য হইয়াছে। এক্ষণে কুমারের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া অনেক মহোদয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া পৃথক্ খণ্ড রূপে প্রচারিত করিলাম। ইহার অনুবাদ যতদূর সম্ভব বিশদ হয় নাই বটে, কারণ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বোধগম্য করিতে পারিবেন, যে ভাষান্তরিত করিতে হইলে পূর্ব্বটী অবিকল রাখিয়া এবং অনুবাদকেও নির্দ্দোষ করা অতিশয় দুরূহ। বোধ হয়, হয় কি না সন্দেহ? অতএব আমি অনেক বিজ্ঞতম বিদ্যোৎসাহী গুণবত্তম মহাশয়দিগের অভিপ্রায় লইয়া এই কুমারসম্ভবের অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। সংস্কৃত ভাবাদির বিপর্য্যয় না করিয়া যতদূর পারিয়াছি, বাঙ্গলা অনুবাদ বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; যেখানে বাঙ্গলা ভাল করিতে গেলে সংস্কৃত ভাবের ব্যত্যয় হয়, সেখানে সংস্কৃত ভাবের বিপর্য্যয় করি নাই, অতএব পাঠকদিগের নিকট প্রার্থনা যে বিশদ বাঙ্গলা করা উদ্দেশ্য নহে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সুবোধার্থ বাঙ্গলা অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব তাহার প্রতি করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

ডবেটন কালেজ
কলিকাতা ১৮৬৯।

শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত কুমারসম্ভব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মল্লিনাথের টীকা ছাত্রদিগের সুবোধার্থ পাণিনীয় ব্যাকরণসূত্র এবং মূলভাগ প্যারান্থেসিস্ দিয়া অনুবাদের সহিত প্রথম হইতে সপ্তম সর্গ আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের নিকট উৎসাহ পাই, তবে যে নিয়মে প্রকাশ করিতেছি ক্রমশ কাব্য ও নাটকাদি টীকা ও অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করিব। এক্ষণে অস্মদ্দেশহিতৈষী মহাশয়গণের উৎসাহদানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হই বলিতে পারি না ইতি ১২৭৫।

শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কুমারসম্ভবের অনুবাদ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার সংশোধনের ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াছিলাম তিনি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্ত করিয়া অনেক অংশে ইহাকে বিশদ করিয়াছেন। ইতি ১২৭৮ সাল।

শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

কুমারসম্ভব

প্রথম সর্গ।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে দেবতাধিষ্ঠিত * হিমালয় নামে পর্ব্বতরাজ আছেন। যিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করাতে পৃথিবীর বিস্তার পরিচ্ছেদক দণ্ডের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন[১]। দোহনদক্ষ সুমেরু দোগ্ধা থাকিতেও সকল পর্ব্বতে হিমালয়কেই বৎস করিয়া পৃথুরাজের উপদেশানুসারে পৃথিবী হইতে উজ্জ্বল রত্ন ও মহৌষধী সমূহ দোহন করিয়াছিল[২]। হিমালয় অনন্ত রত্নরাজির আকর; অতএব হিম তাহার সৌভাগ্য বিলোপ করিতে পারে নাই; কারণ জনমনোহর গুণাকর চন্দ্রের কিরণে কলঙ্ক যে রূপ তিরোভূত হয় সেই রূপ গুণ সমূহে একমাত্র দোষ লয়প্রাপ্ত হয়[৩]। যে হিমালয়শিখরে সিন্দূর গৈরিকাদি ধাতুরাজি সতত বিরাজ করিতেছে; সেই ধাতু সমূহের বর্ণ মেঘখণ্ডে সংক্রান্ত হইয়া অকালে সন্ধ্যার সদৃশ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া[৪] অপ্সরা-গণ বিলাস প্রসাধনে তৎপর হইতেছে[৪]। ঐ হিমালয়ের নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত মেঘের গমনাগমন হইয়া থাকে; সুতরাং অধিত্যকাপ্রদেশে সর্ব্বদা রৌদ্র থাকে। সিদ্ধপুরুষেরা হিমালয়ের অধঃশৃঙ্গগত ছায়া সেবন করিয়া যখন বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইতেন তখন তাঁহারা সেই ঊর্দ্ধপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া আতপ সেবা করিতেন[৫]।

---

* দেবতা অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া হিমালয় মনুষ্যোচিত কার্য্যকরণে সমর্থ।

হিমালয়বাসী সিংহেরা গজ বিনাশ করিয়া গমন করিলে, তুষার-পতনে রক্তাঙ্কিত সিংহ-পদ-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ব্যাধেরা নখছিদ্রমুক্ত-মুক্তাফল দ্বারা সিংহের গমন পথ জানিতে পারিত[৬]। যে হিমালয়ে সিন্দূর গৈরিকাদি ধাতু দ্রবীভূত হইয়া যেন বর্ণ বিন্যাস করিতেছে; সেই বর্ণময়ী কুঞ্জরের বিন্দুর * ন্যায় রক্তবর্ণ ভূর্জ্জত্বচ সকল বিদ্যাধরীদিগের মদন-লেখন ক্রিয়ায় উপযোগী হইতেছে[৭]। হিমালয়ের গুহামুখোত্থিত বায়ু কীচক † বংশের ছিদ্র পূর্ণ করিতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন হিমালয় সঙ্গীতাভিলাষী কিন্নরদিগের সঙ্গীতে তান প্রদানে অভিলাষ করিতেছেন[৮]। গজযূথ কপোলকণ্ডু বিনোদন করিবার নিমিত্ত হিমালয়স্থ সরল বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিতেছে; তাহাতে ঐ বৃক্ষ হইতে এক প্রকার ক্ষীর নির্গত হইতেছে; ঐ নিঃসৃত ক্ষীরগন্ধে হিমালয়ের সমস্ত শৃঙ্গ সুবাসিত হইতেছে[৯]। রাত্রিকালেও যে হিমালয়ের গুহারূপ গৃহাভ্যন্তরে ওষধি সকল (তৃণজ্যোতি) প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সেই আলোকে বনচরেরা বনিতাসমভিব্যাহারে সুরত ক্রীড়া করে। ওষধি সকল হিমালয়ে তাহাদিগের সেই সুরতক্রীড়ার তৈলবিহীন প্রদীপের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে[১০]। যে হিমালয়ের পথে ঘনীভূত হিম হইলে অঙ্গুলি ও পার্ষ্ণি ভাগ ক্লিষ্ট হয়। অশ্ব-মুখকিন্নরসুন্দরীরা দুর্ব্বহ নিতম্ব ও পয়োধর ভারে পীড়িতা হইয়াও সেই পথে বিলাস গতি পরিত্যাগ করে না[১১]। যে হিমালয় গুহালীন দিবাভীত পেচকের ন্যায় অন্ধকারকেও দিবাকর—কর হইতে রক্ষা করিতেছেন, কারণ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও শরণাপন্ন হইলে মহৎলোকেরা কখনই সজ্জনবৎ তাহার প্রতি

---

* বয়স বিশেষে হস্তিদিগের শরীরে একপ্রকার রক্তবর্ণ বিন্দু হয়। তাহাকে পদ্মক বলে।

† কীচক একপ্রকার বাঁশী।

হন। হিমালয়ও সেইরূপ সেই কন্যা পার্ব্বতীকে পাইয়া পবিত্র এবং অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন[২৮]। সেই পার্ব্বতী বাল্যকালে সখীগণ সমভিব্যাহারে মন্দাকিনীর বালুকাময় প্রদেশে কখন কন্দুক ক্রীড়া করিতেন, কখন বা কৃত্রিম পুত্র কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া কেলি করিতেন। কখন বা ধূলিময় গৃহ দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া ধূলিখেলা করিতেন[২৯]।

শরৎ উপস্থিত হইলেই যেমন হংসশ্রেণী গঙ্গায় গিয়া কেলি করে। রাত্রিকাল আসিলেই যেমন ওষধিলতা নিজ দীপ্তি ধারণ করে। সেই রূপ উপদেশ সময় উপস্থিত হইলেই পূর্ব্ব-জন্মোপার্জ্জিত বিদ্যা আসিয়া পার্ব্বতীকে প্রাপ্ত হইল[৩০]। অনন্তর পার্ব্বতী শৈশবসময় অতিবাহিত করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। যৌবন অঙ্গের অযত্নসম্ভূত ভূষণ, আসব ব্যতিরেকেও মত্ততার সাধন এবং কন্দর্পদেবের পুষ্প ভিন্ন অস্ত্র[৩১]। চিত্রপট যেমন তূলিকা দ্বারা রঞ্জন দ্রব্যে উদ্ভাসিত হয়। পদ্মশ্রেণী যেমন সূর্য্য কিরণে বিকসিত হয়। পার্ব্বতীর শরীরও সেইরূপ নবযৌবনারম্ভে সুশোভিত হইতে লাগিল[৩২]। পার্ব্বতী চরণে অলক্তক লিপ্ত করিয়া ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিলে এইরূপ বোধ হইত যেন পার্ব্বতীর চরণ হইতেই ঐ রঙ নির্গত হইতেছে এবং তাঁহার চরণদ্বয় যেন পৃথিবীতে ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী স্থলপদ্মশোভা বিস্তার করিতেছে[৩৩]। সন্নতাঙ্গী পার্ব্বতী গমন করিলে নূপুরের শব্দ হইত। প্রত্যুপদেশ-লোভী রাজহংসেরা যেন সেই নূপুর শব্দের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত শিক্ষিত হইতে লাগিল[৩৪]। স্রষ্টা সেই পার্ব্বতীর মনোহারিণী অনতিদীর্ঘ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সুসঙ্গত গোলাকৃতি জঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিতেই লাবণ্য নিচয় নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অবশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত লাবণ্য উৎপাদন করিতে অশেষবিধ প্রয়াস করিয়াছিলেন[৩৫]। ঐরাবতাদি করিকরের চর্ম্ম কর্কশ। কদলী নিতান্ত শীতল। জগতে করিকর ও

রামরম্ভা ঊরুর সহিত উপমানের প্রধানস্থল হইয়াও তাঁহার ঊরুদ্বয়ের উপমান হইতে নিতান্ত অযোগ্য হইল[৩৬]। অনবদ্য-সর্ব্বগাত্রী পার্ব্বতীর নিতম্বের শোভা যে কত তাহা ইহা দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবে। পরে মহাদেব যাকে অন্যনারীর অস্পৃষ্ট অঙ্কে আরোহণ করাইয়াছিলেন[৩৭]। সেই পার্ব্বতীর ক্ষীণা নবলোমাবলী বসনগ্রন্থিকেও অতিক্রম করিয়া গভীর নাভিরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া বোধ হইত যেন পার্ব্বতীর কাঞ্চীগ্রথিত ইন্দ্রনীলমণির জ্বালা দেদীপ্যমান হইতেছে[৩৮]। পার্ব্বতীর মধ্যদেশ ক্ষীণ; তাহাতে তিনটি মনোহর বলি পড়িয়াছে; তাহা দেখিয়া বোধ হয়, যেন নবযৌবন কন্দর্পদেবের আরোহণার্থ সোপান করিয়া রাখিয়াছে[৩৯]। সেই পদ্মনয়না পর্ব্বতরাজপুত্রীর পাণ্ডুবর্ণ স্তনদ্বয় পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া এরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; যে দেখিয়া বোধ হইত শ্যামমুখ স্তনযুগলমধ্যে মৃণালসূত্রেরও স্থান নাই[৪০]। সেই পার্ব্বতীর বাহুদ্বয় শিরীষ পুষ্প অপেক্ষাও কোমল বলিয়া প্রতীতি জন্মায়; কারণ কামদেব পরাজিত হইয়াও ইহাকেই মহাদেবের কণ্ঠবন্ধনরজ্জু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৪১]। সেই হিমালয়পুত্রীর নিস্তল (গোল) স্তনমধ্যে নিপতিত কণ্ঠের মুক্তামালা অলঙ্কারালঙ্কর্য্যে সমানই হইয়াছিল। পার্ব্বতীর কণ্ঠে আছে বলিয়াই যেন মুক্তামালার গৌরব হইয়াছে ও মুক্তামালা আছে বলিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠদেশ অধিক মনোহর হইয়াছে[৪২]।

লক্ষ্মী স্বাভাবিক চঞ্চলা, তিনি যখন চন্দ্রগামিনী হন, তখন পদ্মসৌগন্ধাদি উপভোগ করিতে পারেন না, এবং যখন পদ্মাশ্রিতা হন, তখন চান্দ্রমসী শোভা লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু উমার মুখে আসিয়া সেই দুই প্রকার আনন্দই একবারে প্রাপ্ত হইয়াছেন[৪৩]। যদি পদ্মাদি পুষ্প প্রবালমণি-গ্রথিত হয় এবং মুক্তাকলাপ যদি নির্ম্মল বিদ্রুমমণির সঙ্গে থাকে, তাহা হইলেই

কথঞ্চিৎ পার্ব্বতীর অরুণবর্ণ ওষ্ঠে প্রতিফলিত নির্ম্মল হাস্যের অনুকরণ করিতে পারে[৪৪]। পার্ব্বতী অতি মধুরভাষিণী এবং তিনি কথা কহিলে যেন অমৃত বর্ষণ হয়, বিষমবদ্ধ তন্ত্রী বাজিলে শ্রোতার যেমন বিরক্তি জন্মে, সেইরূপ কোকিলার ধ্বনিও পার্ব্বতীর মুখনিঃসৃত বাণীর নিকট কর্কশ বোধ হইত[৪৫]। বাতকম্পিত নীল পদ্মের ন্যায় পার্ব্বতীর দর্শন অতিশয় চঞ্চল; পার্ব্বতী কি হরিণীর নিকট চঞ্চল কটাক্ষ বিক্ষেপ অভ্যাস করিয়াছেন কি হরিণীরা পার্ব্বতীর নিকট চঞ্চল দর্শন শিক্ষা করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর[৪৬]। পার্ব্বতীর দীর্ঘরেখাযুক্ত ভ্রূদ্বয়ের বিলাসপূর্ণ কান্তি যেন রত্নাঞ্জনে অঙ্কিত হইয়াছে। উহা দেখিয়া কন্দর্প নিজ ধনুর সৌন্দর্য্যগর্ব্ব একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৪৭]।

পর্ব্বতরাজকন্যার কেশকলাপ অতিশয় মনোহর, পশুপক্ষীর মনে যদি লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে পার্ব্বতীর কেশপাশ অবলোকন করিয়া চমরীরা আর চামরপ্রিয় হইত না[৪৮]। অধিক কি বলিব বিধাতা একাধারে সমুদায় সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার মানসেই যেন উপমা দিবার সামগ্রী সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পার্ব্বতীর শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন[৪৯]। ইচ্ছাবিহারী দেবর্ষি নারদ একদা হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং উমাকে পিতা হিমালয়ের সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন। ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের সপত্নীবিহীন পত্নী হইয়া প্রণয়ে তাঁহার শরীরার্দ্ধভাগিনী হইবেন[৫০]। ক্রমে পার্ব্বতী যৌবনবতী হইলেন। হিমালয় কন্যার বিবাহার্থ বরান্তরান্বেষণে ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। কারণ অগ্নি ব্যতিরেকে অন্য তেজে মন্ত্রপূত আজ্য পাইতে পারে না[৫১]। পর্ব্বতরাজ হিমালয় স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে কন্যা প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। পাছে প্রার্থনা বিফল হয়, এই ভয়ে প্রায়ই লোকে অভিলষিত কার্য্যেও ঔদাস্য করিয়া থাকেন[৫২]। সুদতী পার্ব্বতী পূর্ব্ব জন্মে যখন পিতা দক্ষ-

প্রজাপতির উপর ক্রোধ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অবধিই পশুপতি বিষয় ভোগে বিরত হইয়া আর দারান্তর-পরিগ্রহ করেন নাই[৫৩]।

যেখানে গঙ্গা প্রবাহে দেবদারু সকল অভিষিক্ত হইতেছে। মৃগ-নাভি গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে; কিন্নরেরা সতত যে খানে গান করিতেছে। ভূতনাথ মহাদেব চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে তপস্যা করিতেছিলেন[৫৪]। তথায় প্রমথেরা মনঃশীলা প্রভৃতি ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া নমেরুপুষ্পের কর্ণাভরণ এবং ভূর্জবল্কল পরিধান করিয়া শৈলেয়বাসিত শিলাতলে বাস করিতেছিল[৫৫]। যেখানে মহাদেবের বাহন বৃষভ স্বদর্পে মধুর শব্দ করিত, খুরাগ্রে হিমশিলা বিদীর্ণ করিত এবং সিংহগর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। গবয়েরা ভীত হইয়া অতি কষ্টে এক এক বার চাহিয়া দেখিত[৫৬]। যিনি নিজেই তপস্যার ফলদাতা, অষ্টমূর্ত্তি সেই ঈশ্বর তথায় নিজের অন্যতম মূর্ত্তি অগ্নি স্থাপন করিয়া সমিৎ দ্বারা বর্দ্ধন করিতেন। তিনি সর্ব্বফলদাতা হইয়াও কোন ফল কামনায় তপস্যা করিতেন সন্দেহ নাই[৫৭]। পর্ব্বতরাজ হিমালয় অর্ঘ্য দ্বারা অমূল্য দেবতা-দিগেরও পূজনীয় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিলেন এবং নিয়মবতী পুত্রী পার্ব্বতীকে সখীসমভিব্যাহারে তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন[৫৮]। পার্ব্বতী সেবা করিলে সমাধির ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা; তথাপি গিরীশ সেবমানা পার্ব্বতীর আগমনে অনুমতি করিলেন। কারণ বিকারের কারণ থাকিলেও যাঁহাদিগের চিত্ত বিকৃত হয় না তাঁহারাই স্থিরবুদ্ধি ও পণ্ডিত[৫৯]। সুকেশী পার্ব্বতী প্রতিদিন পূজার পুষ্প চয়ন করিয়া দিতেন, বেদি মার্জনা করিতেন এবং নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি-বার জল ও কুশ আনয়ন করিয়া রাখিতেন। এই রূপে প্রতিদিন তিনি প্রমথেশ গিরিশের সেবা করিতে লাগিলেন। এবং

মহাদেবের চূড়াবলম্বী চন্দ্রকিরণে পার্ব্বতীর শ্রমাপনয়ন হইত[৬০]।

কুমারসম্ভবে উমার উৎপত্তি নামক

প্রথম সর্গ।

কুমারসম্ভব।

দ্বিতীয় সর্গ।

যখন পার্ব্বতী মহাদেবের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়ে দেবতারা তারকাসুরের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরঃসর করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন[১]। রাত্রিকালে সরোবরে পদ্মজাল মুকুলিত ও ম্লান থাকে, প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব যেমন তাহার সম্মুখীন হইয়া উল্লাসিতকরেন সেইরূপ ব্রহ্মা তারকাসুরোৎপীড়িত মলিনবেশধারী দেবতাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করিলেন[২]। অনন্তর দেবতারা সর্ব্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ বিদ্বত্তম ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া অর্থোপেত বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন[৩]। হে প্রভো! বিশ্ব সৃজনের পূর্ব্বে আপনি একাকী ছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের বিভাগ করিবার নিমিত্ত তিন উপাধি ধারণ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপ ত্রিমূর্ত্তিমান্ আপনাকে নমস্কার[৪]। হে জন্মহীন! আপনি জলমধ্যে যে অমোঘ বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলে আপনাকে সেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া গান করে[৫]। আপনি এক হইয়াও ব্রহ্মা হরি হর রূপ ত্রিগুণময়ী তিন অবস্থা দ্বারা নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া সৃজন পালন ও বিনাশের কারণ হইয়াছেন[৬]।

হে প্রভো। প্রজা সৃজন করিবার নিমিত্ত আপনি নিজ দেহ

দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীপুরুষ আপনারই স্বীয় অংশ। উৎপন্নমাত্রেরই প্রসূতি থাকে, অতএব আপনাকেই সৃষ্টির মাতা পিতা বলে৭। আপনি নিজ সময় পরিমাণেই রাত্রি দিবা বিভাগ করিয়াছেন। আপনার এক নিদ্রা ও এক জাগরণেই জন্তুদিগের প্রলয় ও উৎপত্তি হইয়া থাকে৮। হে ভগবন্! আপনি অযোনিসম্ভব হইয়াও জগদুৎপত্তির কারণ; অবিনশ্বর হইয়াও জগদ্বিনাশের হেতু; অনাদি হইয়াও জগতের আদি এবং স্বয়ং নিরীশ্বর হইয়াও জগতের ঈশ্বর হইয়াছেন৯। হে ভগবন! আপনিই আপনাকে জানেন. আপনাকে সৃজন করেন এবং কার্য্যকরণক্ষম আত্মা দ্বারাই আপনি আপনাতে লীন হন১০।

হে ভগবন্! আপনি সরিৎসমুদ্রাদিবৎরসাত্মক তরল বস্তু এবং আপনি নিবিড় সংযোগনিবন্ধন পর্ব্বতাদিবৎ কঠিন। আপনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটাদিবৎ স্থূল। আপনি অতীন্দ্রিয় পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম, আপনি উৎপতনযোগ্য তূলাদিবৎ লঘু, আপনি হেমাদ্রিবৎ অচলনীয় গুরু, আপনি কার্য্যরূপে স্বতঃ প্রকাশ এবং আপনি কারণরূপে অপ্রকাশ্য, এইরূপে আপনারই অণিমাদি বিভূতিতে সেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে ১১। হে ভগবন্! যে বাক্যের উপক্রম ওঁকার, এবং যে বাক্য উদাত্ত অনুদাত্ত সরিৎ নামক তিন স্বরে উচ্চারিত হয়, যাহার প্রতিপাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ এবং যাহার ফল স্বর্গ; আপনি সেই বাক্যেরও কারণ১২। হে ভগবন্! আপনাকে পুরুষের উপভোগাপবর্গরূপ অর্থের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি বলে এবং আপনাকেই সাক্ষীরূপে সেই প্রকৃতির কার্য্যদর্শী উদাসীন পুরুষও বলে১৩। হে ভগবন্! আপনি অগ্নিষ্বাত্তাদিপিতৃগণেরও পিতা; ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দেবতা; ও আপনি পর হইতেও পর; আপনিই ইন্দ্রিয়; আপনিই মন, আপনিই বুদ্ধি, আপনিই আত্মা, আপনিই মহৎ এবং আপনিই অপ্রকাশ, আপনি পুরুষ, এবং আপনি

বিধাতাদিগেরও বিধাতা[১৪]। আপনি নিত্য, আপনি হব্য, আপনিই হোতা=যাজ্ঞিক; আপনি ভোজ্য, আপনিই ভোক্তা, আপনি সাক্ষাৎ কার্য্য এবং আপনিই সাক্ষাৎ কর্ত্তা এবং আপনি স্মরণ-কর্ত্তা এবং আপনিই যার পর নাই চিন্তনীয় বস্তু[১৫]। বিধাতা দেবতাদিগের এইরূপ যথার্থ মনোহারিণী স্তুতি শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন[১৬]। চতুর্ব্বিধ বৈখরী প্রভৃতি বাক্য প্রবৃত্তি প্রাচীন কবি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে যুগপৎ উচ্চারিত হইয়াই যেন চরিতার্থ হইল[১৭]। হে প্রভূতপরাক্রমশালিন্! আজানুলম্বিত-ভুজ! দেবগণ! তোমরা যুগপৎ সমাগত হইয়াছ কেন; এবং স্বস্বসামর্থ্যে স্ব স্ব অধিকার অবলম্বন করিয়া কুশলে আগমন করিয়াছ ত[১৮]। হে বৎস গণ! হিমপাতে যেমন গ্রহনক্ষত্রগণের প্রভা বিনষ্ট হয়, তোমাদিগের মুখের তাদৃশী দীপ্তি তদ্রূপ লক্ষিত হইতেছে কেন?[১৯]।

বৃত্রশক্র দেবরাজের কুলিশের আর সেরূপ তেজ নাই, আশ্চর্য্য প্রভাও নাই। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন বজ্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে[২০]। যেমন মন্ত্র বলে সর্পের বীর্য্য হ্রাস হয়, সেই রূপ বরুণদেবের হস্তে শক্রদুর্ব্বার পাশরূপাস্ত্র নিষ্প্রভ দেখাই-তেছে। তাহার এখন আর কোন ক্ষমতা নাই[২১]। শাখাবিহীন বৃক্ষের ন্যায় গদাহীন কুবের হস্ত দেখিয়া উহার মনঃশল্যের ন্যায় শক্রকৃত পরাভব অনুমিত হইতেছে[২২]। যমদণ্ডেরও আর তাদৃশী প্রভা নাই। যমরাজ এখন সেই দুর্দণ্ডপ্রতাপ দণ্ড দ্বারা ভূমি উৎকিরণ করিতেছেন। এই অমোঘ অস্ত্র নির্ব্বাণাগ্নি অঙ্গারের ন্যায় বিফল হইয়া গিয়াছে কেন[২৩]। যে আদিত্য-গণের মুখের দিকে কেহ চাহিতে পারিত না, তাহাদিগের আর সে রূপ প্রতাপ নাই; এক্ষণে সেই আদিত্য সমূহ চিত্রার্পিতের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে লোকের সুদর্শন হইয়াছে[২৪]। জলের প্রতীপ গমন অবলোকন করিলে যেমন প্রবাহের প্রতিকূল প্রতিবন্ধ

অনুমিত হয়, সেই রূপ ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর স্খলিত গমন দর্শন করিয়া তাহাদের গতিরোধ স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে[২৫]। একাদশ রুদ্রের জটাজূট পরপরিভবে নত ভাব অবলম্বন করিয়াছে; এবং শশিকলা তাহা হইতে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; আর পূর্ব্ববৎ রুদ্রমুখে প্রচণ্ড হুঙ্কার-শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে না[২৬]। বিশেষ-বিধি যেমন প্রথমোক্ত সামান্য বিধি নিবারণ করে; সেই রূপ তোমরাও প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া এখন প্রবলতর শত্রুদ্বারা সেই প্রতিষ্ঠা কি বিলুপ্ত করিয়াছ?[২৭]। আমি জগৎ সৃজন করিয়াছি, বটে, কিন্তু তোমরা তাহার রক্ষক। অতএব হে বৎসগণ! তোমরা একত্র মিলিত হইয়া এখানে কি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ বল?[২৮]। ইহা শুনিয়া দেবরাজ সহস্র নয়নে দেবগুরু বৃহস্পতিকে বলিতে সঙ্কেত করিলেন। ইন্দ্রের সহস্র কটাক্ষ সঙ্কেত মন্দ মন্দ বায়ুবেগে কম্পিত কমলাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২৯]। বৃহস্পতি দ্বিচক্ষু হইয়াও সহস্রনয়ন দেবরাজ অপেক্ষাও অধিক দর্শী। সেই বাচস্পতি কৃতাঞ্জলিপুটে জলজাসন ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন[৩০]। হে ভগবন্! যাহা আপনি বলিলেন তাহা যথার্থ। আমাদের অধিকার শত্রুতে অপহরণ করিয়াছে। হে প্রভো! আপনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব আমাদের এই বিপদ্ কেন অবগত হইবেন না[৩১]। তারক নামে মহাসুর আপনার নিকট বর লাভ করিয়া লোকদিগের উৎপীড়ক ধূমকেতুর ন্যায় অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে[৩২]। কাহারও আর কোন প্রভাব নাই। সূর্য্যদেব তারকাসুরের পুরে তাহার আজ্ঞানুসারে সেই পরিমাণে রৌদ্র প্রদান করেন। যাহাতে কেবল দীর্ঘিকার কমল সকল বিকসিত হয়[৩৩]।

চন্দ্র, কি কৃষ্ণ পক্ষে কি শুক্ল পক্ষে সকল সময়েই সকল কলা দ্বারা সেই তারকাসুরকে সেবা করিতেছেন। কেবল হরচূড়া-মণিস্থিত কলামাত্র গ্রহণ করেন নাই[৩৪]। তারকাসুরের

উদ্যানে বহিলে পুষ্প পতিত হইবে এবং চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইতে হইবে; এই ভয়ে উদ্যানসঞ্চারে নিবৃত্ত হইয়া পবনদেব তারকাসুরের পার্শ্বদেশেও ব্যজন বায়ুর সদৃশ হইয়া বহিতেছেন। তথায় তাঁহার তদপেক্ষা অধিক বেগে বহিবার সাধ্য নাই [৩৫]। ঋতুগণ স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তারকাসুরের ভয়ে পর্য্যায় সেবা পরিত্যাগপুরঃসর তাহারা উদ্যানপালকের ন্যায় নানাপ্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সেবা করিতেছে[৩৬]। সরিৎপতি জলমধ্যে তারকাসুরের উপহারযোগ্য রত্নচয় কবে পরিপক্ক হইবেক ইহা একাগ্রচিত্তে প্রতিপালন করিতেছেন [৩৭]। বাসুকী প্রভৃতি ভুজঙ্গেরা রাত্রিকালে স্ব স্ব শিরোভূষণ প্রদীপ্ত মণিশিখায় তারকাসুরের অবিনশ্বর প্রদীপভাব অবলম্বন করিয়া তারকাসুরকে সেবা করিতেছেন[৩৮]। দেবরাজ ইন্দ্রও তারকাসুরের অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী হইয়া দূত দ্বারা কল্পবৃক্ষজাত পুষ্পোপহার প্রেরণ করিয়া তাহাকে অনুকূল করিতেছেন [৩৯]। এইরূপে সকলে তাহার আরাধনা করিতেছে। তথাপি সে ত্রিভুবনের প্রাণিমাত্রকেই পীড়া দিতেছে, কারণ দুর্জ্জনেরা উপকারে শান্ত হয় না, অপকারেই হইয়া থাকে [৪০]।

অমরবধূরা অতি সুকুমার হস্ত দ্বারা সদয়ে যাহার পল্লব গ্রহণ করিত। তারকাসুর এখন সেই সমুদয় কল্পবৃক্ষের শাখা পল্লব ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে [৪১]। তারকাসুর দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া অনেক কামিনীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, সেই সব সুরবন্দিনীরা তারকাসুরের নিদ্রা সময়ে পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাসবায়ুবৎ চামর ব্যজন করিতে করিতে পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে ক্রন্দন করিয়া থাকে; তাহারা অন্য সময়ে ক্রন্দন করিতেও পায় না[৪২]। পূর্ব্বে যে সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ কেবল সূর্য্যদেবের অশ্বখুরে অঙ্কিত হইত তারকাসুর সেই সুমেরুর সমুদায় শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক ক্রীড়াপর্ব্বত করিয়া রাখিয়াছে[৪৩]।

এক্ষণে মন্দাকিনীর জল কেবল দিগ্‌হস্তিগণের দানমদে দূষিত হইতেছে। আর তাঁহার শোভাকর কনকপদ্ম সকল তারকাসুর নিজ দীর্ঘিকায় লইয়া গিয়াছে[৪৪]। পাছে তারকাসুর আগমন করে এই ভয়ে দেবযোনিমাত্রেই বিমানপথে আসিয়া ভুবন-দর্শনজনিত-প্রীতি অনুভব করিতে পান না[৪৫]। যাজ্ঞিকেরা বিস্তৃত যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতোদ্দেশে অনেক হবি প্রদান করিয়াথাকেন, মায়াবী তারকাসুর আমাদিগকে অনাদর করিয়া অগ্নিমুখ হইতেই বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতেছে[৪৬]। তারকাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের চিরকালোপার্জিত মূর্ত্তিমান্ যশঃস্বরূপ উচ্চৈঃশ্রবা নামক হয়রত্ন হরণ করিয়াছে[৪৭]। সন্নিপাতাদিত্রিদোষাশ্রিত বিকারে যেমন উত্তমোত্তম ঔষধি সকল বিফল হয়, তদ্রূপ সেই ক্রূর তারকাসুরের প্রতি আমরা যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে[৪৮]।

আমরা সুদর্শন নামক যে হরিচক্রের উপর অত্যন্ত বিজয়ের আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও প্রতিঘাতে দ্বিগুণতর কিরণ বিস্তার করিয়া তারকের কণ্ঠে কণ্ঠভূষণ রত্নস্বরূপ হইল[৪৯]। তারকাসুরের হস্তি-সমুদয় ঐরাবতাদি অপেক্ষাও বলবান্; তাহারা এখন ঐরাবতকে পরাভব করিয়া পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘে বপ্রক্রীড়া অভ্যাস করিতেছে[৫০]। মুমুক্ষু যোগীরা সংসারশান্তির নিমিত্ত যেমন আত্মজ্ঞান-সাধন ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, আমরাও সেইরূপ তারকাসুরের উপদ্রপ শান্তির নিমিত্ত এক জন সেনাপতির সৃষ্টি ইচ্ছা করিতেছি[৫১]। দেবরাজ ইন্দ্র সুরসৈন্য-রক্ষক সেই সেনাপতিকে অগ্রসর করিয়া বন্দিনীর ন্যায় বিজয় লক্ষ্মীকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন[৫২]। বৃহস্পতিবাক্য অবসান হইলে আত্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, যে উহা সজলজলধর-গর্জন পরক্ষণেই প্রবৃত্ত বর্ষণ অপেক্ষাও অধিক মনোহারী হইল[৫৩]। তোমাদিগের এই মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, কিন্তু কিছুকাল অপেক্ষা কর। উহা সম্পন্ন করিতে আমি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইব না[৫৪]। সেই

দৈত্য আমার নিকট হইতেই উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব আমা হইতেই পুনর্ব্বার বিনাশ প্রাপ্তি সুসঙ্গত হইতেছে না; কারণ বিষ বৃক্ষকেও বাড়াইয়া স্বয়ং ছেদন করা উচিত নহে[৫৫]। সে আমার নিকটে দেবতাদিগের অবধ্যতা প্রার্থনা করিয়াছিল। আমিও তথাস্তু বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম[৫৬]। কারণ তারকাসুরের তপস্যার সামর্থ্য ত্রিলোক-দহনে উদ্যত দেখিয়া আমি বর প্রদান করিয়া তাহা নিবারণ করিয়াছি। দেবাদিদেব মহাদেবের অংশোৎপন্ন সেনাপতি ব্যতিরেকে আর কেহই যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ তারকাসুরকে পরাভব করিতে পারিবেক না[৫৭]। সেই দেব তমোগুণাতীত পরমাত্মা; আমি কিম্বা বিষ্ণু কেহই তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহি[৫৮]। এক্ষণ সেই দেব তপস্যায় চিত্তনিবেশিত করিয়াছেন। অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেইরূপ তোমরা উমার সৌন্দর্য্য দ্বারা সেই মহাদেবের মন আকর্ষণ করিতে যত্ন কর[৫৯]। আমাদের উভয়ের নিষিক্ত বীজ কেবল উভয়ে ধারণ করিতে সমর্থ; উমা মহাদেব নিহিত বীজ ধারণ করিতে পারেন এবং ঐ দেবের অন্যতমা জলময়ী মূর্ত্তি আমার নিষিক্ত বীজ ধারণে যোগ্যা[৬০]। সেই মহাদেবের পুত্র তোমাদিগের সেনানী হইয়া নিজশক্তি প্রভাবে সুরবন্দিনীদিগের বেণী মোচন করিবেন[৬১] বিশ্বনিদান ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং দেবতারাও মনে মনে কার্য্যোপায় ভাবিতে ভাবিতে স্বর্গে গমন করিলেন[৬২]। শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধিকরিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত দেবরাজ মদন হরচিত্তাকর্ষণক্ষম নিশ্চয় করিয়া মনে মনে তাহাকে স্মরণ করিলেন[৬৩]। অনন্তর পুষ্পধন্বা কামদেব সুন্দরী যুবতীগণের ভ্রূলতার ন্যায় চারুকোটিশালী ধনু রতির বলয়চিহ্নিত কণ্ঠে স্থাপন করিয়া এবং সহচর বসন্তের হস্তে চূতাঙ্কুর অস্ত্র অর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন[৬৪]।

কুমারসম্ভবে ব্রহ্মাভিগমননামক দ্বিতীয় সর্গ।

কুমারসম্ভব।

——ঃ০০*০০ঃ——

তৃতীয় সর্গ।

দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সহস্র চক্ষে যুগপৎ কামদেবকে দেখিলেন, প্রায়ই কার্য্যার্থি প্রভুদিগের আশ্রিতের উপর অধিক আদর হইয়া থাকে[১]। দেবরাজ নিজ আসন সমীপে এই আসনে উপবেশন কর বলিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং কামদেবও মস্তক দ্বারা স্বামী-প্রসাদ অভিনন্দন পুরঃসর আসনে উপবেশন করিয়া নির্জ্জনে দেবরাজকে এই রূপে বলিতে উপক্রম করিলেন[২]। আপনি পুরুষদিগের বল বিক্রম সকলই অবগত আছেন। জগতে আপনার কি কার্য্য অসম্পন্ন আছে; তাহা আজ্ঞা করুন। আমি আপনার স্মরণরূপ অনুগ্রহে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা প্রতিপালন দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত করিতে অভিলাষ করি[৩]। কে আপনকার পদের অভিলাষী হইয়া প্রবল তপস্যা দ্বারা আপনার ঈর্ষ্যা জন্মাইয়াছে বলুন। আমি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া আপনার সেই শত্রুকে আজ্ঞাবর্ত্তী করিয়া দিতেছি[৪]। পুনরুৎপত্তিভয়ে কোন্ ব্যক্তি আপনার অনভিমতে মুক্তিপথ প্রাপ্ত হইয়াছে বলুন, আমি তাহাকে ভ্রূকুটীকুটিল সুন্দরীগণের কটাক্ষে চিরবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি[৫]। আপনকার কোন শত্রুর অর্থ ধর্ম্ম নষ্ট করিব বলুন, সে শুক্রাচার্য্যের নিকটে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেক না। প্রবাহ উদ্বেল হইয়া যেমন সিন্ধুতটকে উৎপীড়িত করে। সেই রূপ আমি বিষয়াভিলাষ-রূপ প্রণিধি প্রেরণ করিয়া সমুদায় উৎপীড়িত করিতে পারি[৬]। কোন পতিব্রতা সাধ্বী সুন্দরী কামিনী কি

আপনার মনোন্মাদিনী হইয়াছে বলুন, সেই নিতম্বিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং আপনার কণ্ঠে বাহুলতা অর্পণ করিবেক, আপনি যদি অভিলাষ করেন আমি আপনকার নিমিত্ত পতিব্রতারও ব্রত নষ্ট করিতে পারি[৭]। হে কামিন্! কোন কোপন-স্বভাবা সুন্দরী সুরতাপরাধে পদানত হইলেও কি আপনাকে অপমাননা করিয়াছে বলুন, তাহাকেও অতিশয় অনুতাপিনী ও প্রবালশয্যাশায়িনী করি[৮]। হে বীর! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন, আপনার বজ্র এখন বিশ্রাম করুক্। আমি নিজ বাণে বাহুবীর্য্য বিফল করিয়া দৈত্য দানব সকলকেই কোপ-প্রস্ফুরিতাধরা স্ত্রী হইতেই ভীত করিতেছি। পুরুষের নিকট ত কথা নাই[৯]। আমি আপনার অনুগ্রহে এক বসন্তমাত্রকে সহায় করিয়া কুসুমবাণেই পিনাকপাণি মহাদেবেরও ধৈর্য্য হানি করিতে পারি; অন্য ধনুর্দ্ধারির কথা আর কি বলিব[১০]। কামদেব মহাদেবের ধৈর্য্য হানি করিতে পারি এই অভীপ্সিত কথা বলিলে পর দেবরাজ ঊরুদেশ হইতে পদদ্বয় অবতীর্ণ করিয়া কামদেবকে বলি-লেন[১১]। সখে! তুমি যাহা বলিলে, এ সমুদয়ই তোমাতে সিদ্ধ হইতে পারে, তুমি এবং বজ্র এই দুইমাত্র আমার অস্ত্র। তন্মধ্যে বজ্র তপোবলশালী ব্যক্তিদিগের নিকট কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু তুমি সর্ব্বত্র গামী এবং সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে পার[১২]। আমি তোমার পরাক্রম অবগত আছি; অতএব আত্মতুল্য তোমাকে গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, কৃষ্ণ অনন্তদেবকে ভূভার-ধারণক্ষম দেখিয়াই নিজদেহ বহনের ভার দিয়াছেন[১৩]। মহা-দেবেরও ধৈর্য্য হানি করিতে পার এই কথা বলিয়া, তুমি আমা-দিগের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন করিয়াছ। মহৎশত্রু যজ্ঞাংশভুক্ দেবতাদিগেরও ইহাই অভিলাষ[১৪]। এই সমস্ত দেবতারা বিজয়ের নিমিত্ত মহাদেবের বীর্য্যোদ্ভব সেনাপতি অভিলাষ করিতেছেন। সদ্যোজাতাদি ব্রহ্ম এবং হৃদয়াদি অঙ্গ মন্ত্রের আস্পদ পশুপতি

এক্ষণে পরম ব্রহ্মে নিয়োতচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার অদ্বিতীয় কুসুমায়ুধঃপাতেই সেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, অন্যথা কোন রূপেই হইবার নহে ১৫। নিয়তচিত্ত সেই মহাদেব যাহাতে সেই শুদ্ধচারিণী হিমালয়কন্যাকে গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। কারণ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন, যে স্ত্রীদিগের মধ্যে পার্ব্বতীই সেই মহাদেবের বীর্য্যনিষেকের আস্পদ ১৬। দেবাদিদেব মহাদেব এক্ষণে সেই হিমালয়ের অধিত্যকাতেই তপস্যা করিতেছেন। পর্ব্বতরাজপুত্রীও পিতার আজ্ঞানুসারে তথায় মহাদেবের সেবা করিতেছেন। আমি অপ্সরাদিগের মুখে ইহা শুনিয়াছি; তাহারা আমার গূঢ়চর; আমার নিকটে কোন মতে মিথ্যা বলিবেক না ১৭। অতএব কার্য্যসম্পাদনার্থে গমন কর। দেবকার্য্য সম্পাদন কর। এই প্রয়োজন পার্ব্বতীসন্নিধানরূপ কারণান্তর-সাধ্য। বীজ হইতে অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে জলের ন্যায় ইহাতে তোমাকেই উত্তম কারণরূপে অপেক্ষা করিতেছে ১৮। দেবতাদিগের বিজয়োপায়স্বরূপ হরে তোমারই অস্ত্রের প্রসারসম্ভাবনা আছে, অতএব তুমিই কৃতার্থ; কারণ অনন্যসাধারণ অপ্রসিদ্ধি কার্য্যও পুরুষদিগের যশের নিমিত্ত হইয়া থাকে ১৯। এই সমস্ত দেবতা প্রার্থনা করিতেছেন, এবং ইহা ত্রিজগতের কার্য্য। তুমি চাপ দ্বারাই সে কার্য্য সাধন করি, তোমাকে জীবহিংসা বা যুদ্ধ বিগ্রহাদি কিছুই করিতে হইবেক না। অতএব তোমার পরাক্রম অতি আশ্চর্য্যও প্রার্থনীয় ২০। হে মন্মথ! বসন্তকে কিছু না বলিলেও উনি সহচরত্ব-নিবন্ধন তোমার সহায় হইবেন। দেখ বায়ুকে হুতাশনের সহায় হইতে কে বলিয়া থাকে ২১। দেবরাজ ঐরাবতের প্রোৎসাহ বর্দ্ধনার্থতাড়নকর্কশ হস্ত দ্বারা কন্দর্পের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সম্মাননা করিলেন। কন্দর্পও তথাস্তু বলিয়া স্বামীর আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ২২। কামদেব প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি দেবকার্য্য সাধন করিব ইহা মনে মনে নিশ্চয়

করিয়া হিমালয়ে মহাদেবের আশ্রমে গমন করিলেন। অভিমত প্রিয় বন্ধু বসন্ত এবং সুপ্রিয়া রতি সভয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন[২৩]। সেই হৈমবতাশ্রমে বসন্তের আবির্ভাব হইল; বসন্ত সংযমী মুনিদিগের তপস্যার প্রতিকূলবর্ত্তী এবং কামদেবের অহঙ্কারের কারণ। বসন্ত প্রাদুর্ভাবে তৎকালোচিত ধর্ম্ম প্রকাশিত হইতে লাগিল[২৪]। সূর্য্য দেব সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া কুবেরের রক্ষিত উত্তর দিকে গমনে প্রবৃত্ত হইলে দক্ষিণ দিগ হইতে বায়ু বহিতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন দক্ষিণদিগ নিজপতিকে অন্যাসক্ত দেখিয়া শোকজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল[২৫]। তৎক্ষণাৎ অশোক বৃক্ষের স্কন্ধ প্রদেশ হইতে নূতন পল্লব ও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। স্ত্রীদিগের পদাঘাতে অশোক কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু এক্ষণে অশোকপুষ্পের আর সেই সুন্দরীপদের সম্পর্ক পর্য্যন্ত অপেক্ষা রহিল না।[২৬]

আম্রমুকুল হইল, অম্রমুকুল পঞ্চবাণের একটী বাণ, আম্রমুকুলে যে নূতন পল্লব জন্মিল উহা বাণের পত্র স্বরূপ হইল। তাহাতে দ্বিরেফমালা আসক্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন বসন্ত বাণের উপরে কন্দর্পের নামাক্ষর সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন[২৭]। কর্ণিকার পুষ্প দেখিতে অতি মনোহর, কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই। কর্ণিকার নির্গন্ধতা-নিবন্ধন মনের অতিশয় ক্ষোভ জন্মাইতেছে। আর ইহাও প্রতীতি করিয়াদিতেছে যে সমুদয় গুণ একত্রকরণে বিধার প্রবৃত্তিই নাই[২৮]। পলাশপুষ্প মুকুল সময়ে বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র এবং সাতিশয় রক্তবর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে উহা বসন্তের সহিত সদ্যসমাগত বনস্থলীর নখক্ষতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে[২৯]। তিলক পুষ্পে ভ্রমর সকল বসিয়া আছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন বসন্তলক্ষ্মী মুখে কজ্জল রচনা দ্বারা চিত্রবর্ণ তিলক প্রকাশ করিয়া বাল-সূর্য্যের ন্যায় মনোহর অরুণবর্ণে চূতপ্রবালরূপ ওষ্ঠকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন[৩১]। পিয়ালমঞ্জরীর রজঃকণাপাতে মৃগদিগের দৃষ্টির

ব্যাঘাত জন্মিতেছে। বনমধ্যে মর্ম্মর শব্দে পত্র সকল পতিত হইতেছে। মৃগেরা মদোদ্ধত হইয়া অনিলাভিমুখে সেই বনস্থলী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে[৩১]। পুংস্কোকিলেরা আম্রমুকুল আস্বাদন করিয়া কষায়কণ্ঠ হইয়া সুমধুর ধ্বনি করিতেছে, উহাকেই মানভঞ্জনপটু কামদেবের বাক্য মনে করিয়া অভিমানবতী মনস্বিনীরা মান পরিত্যাগ করিতেছে[৩২]।

হিমাপগমে কিন্নরবধূদিগের অধর বিশদ হইয়াছে। কুঙ্কুম-রাগ ব্যতিরেকেও মুখ ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছে। এবং পত্র-রচনা স্থলে স্বেদোদ্গম হইতেছে[৩৩]। স্থাণুবনচারী তপস্বিরা অকালসম্ভূত বসন্তোদয় অবলোকন করিয়া যত্নপূর্ব্বক মনোবি-কার দমন করিতে লাগিলেন এবং অতিকষ্টে মনঃসংযম রক্ষা করিলেন[৩৪]। কামদেব নিজপ্রিয়া রতি সমভিব্যাহারে সেই মহাদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এবং নিজ কুসুমশরাসনে জ্যারোপণ করিয়া শরসন্ধান করিলেন। তখন কি স্থাবর কি জঙ্গম মিথুনমাত্রেই কামোন্মত্ত হইয়া কার্য্য দ্বারা স্নেহসম্বলিত শৃঙ্গারভাব প্রকাশ করিতে লাগিল[৩৫]। মধুকরেরা নিজ নিজ প্রণয়িনী সম-ভিব্যাহারে কুসুমপাত্রে মধুপান করিতে লাগিল। কৃষ্ণসার মৃগেরা শৃঙ্গদ্বারা প্রণয়িনী মৃগীদিগের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। মৃগীরা স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া নেত্র নিমীলিত করিয়া রহিল[৩৬]। হস্তিনীরা অতি স্নেহবশতঃ পদ্মরেণুবাসিত গণ্ডূষজল প্রিয়তম গজদিগকে দিতে লাগিল। চক্রবাকেরা পদ্মনাল অর্দ্ধেক ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ দিয়া নিজ প্রিয়ার সম্মাননা করিতে লাগিল[৩৭]। কিন্নরবধূদিগের পত্ররচনা শ্রমজলে বিশ্লেষিত হইতে লাগিল। পুষ্পমধু পান করিয়া নেত্রযুগল অনবরত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ; কিন্নরেরা গান করিতে করিতেই প্রিয়ামুখ চুম্বন করিতে লাগিল[৩৮]। লতাবলীও পুষ্পস্তবকভরে ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন পল্লব হওয়াতে অতিশয়

মনোহর হইয়াছে। শাখা প্রশাখা সমুদায় নম্র ভাব অবলম্বন করিয়াছে ইহাতে বোধ হইতেছে যেন লতাবধূরা প্রিয়তম তরুদিগকে ভুজদ্বারা বন্ধন করিতেছে[৩৯]। ভগবান্ মহাদেব বসন্তের আবির্ভাবে এবং অপ্সরাদিগের তানলয়-বিশুদ্ধ গীত শ্রবণ করিয়া ও আত্মানুসন্ধানে বিরত হন নাই। কারণ বিঘ্নে কখন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের সমাধি ভঙ্গ করিতে পারে না[৪০]। অনন্তর মহাদেবানুচর নন্দী বামপ্রকোষ্ঠে হেমবেত্র ধারণ করিয়া লতাকুঞ্জের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ ক্রোধভরে মুখে এক মাত্র অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রমথগণকে সঙ্কেতে এই শিক্ষা দিতেছেন, তোমরা অধীর হইও না[৪১]।

নন্দীর শাসনে বৃক্ষসমুদয় নিষ্কম্প হইল, ভৃঙ্গসার্থ নিশ্চল হইল। কোকিলাদি পশুপক্ষীরা নিঃশব্দে রহিল। নন্দীকেশ্বরের আজ্ঞায় যেন সেই সমুদয় বন চিত্রার্পিত পদার্থের ন্যায় অবস্থিত রহিল[৪২]। নন্দী চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কামদেব যাত্রাকালে পুরোগত শুক্রগ্রহের ন্যায় তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া ভূতপতি মহাদেবের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ আশ্রমের চারিদিগ্ নমেরুবৃক্ষের পরস্পর সংস্পৃষ্ট শাখায় আচ্ছন্ন ছিল।[৪৩]। আসন্নমৃত্যু কামদেব আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবদারুবৃক্ষের বেদিকায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তরণোপরি উপবিষ্ট সমাধিনিষ্ঠ ত্রিনেত্র মহাদেবকে দেখিলেন।[৪৪]।

বীরাসনন অবলম্বন করতে দেহের শরীরের পূর্ব্বাৰ্দ্ধ স্থির এবং সরলভাবে দীর্ঘ হইয়া রহিয়াছে, উভয় স্কন্ধাগ্র ঈষৎ অবনত হইয়াছে হস্তদ্বয় উর্দ্ধতল করিয়া অঙ্ক প্রদেশে স্থাপন করাতে বোধ হইতেছে যেন ক্রোড়মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মদ্বয় বিরাজিত রহিয়াছে[৪৫]। জটাজূট ঊর্দ্ধ করিয়া ভুজঙ্গম দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; রুদ্রাক্ষমালা দ্বিগুণিত করিয়া কর্ণে স্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থি দিয়া কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। ঐ চর্ম্মে নিজকণ্ঠপ্রভা

প্রতিফলিত হইয়া অত্যন্ত নীলবর্ণ হইয়াছে [৪৬]। চক্ষু অল্প অল্প প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি নিশ্চল কণীনিকা ভয়ঙ্কর দেখাই-তেছে। ভ্রূর বিক্ষেপ নাই। পক্ষ্মপংক্তিও নড়িতেছে না। কিরণাবলি অধঃ প্রসৃত হইতেছে ঈদৃশ নয়নে কেবল নাসিকাগ্রমাত্র অবলোকন করিতেছেন [৪৭]। প্রাণাদি বায়ুর নিরোধ করাতে বর্ষণবিহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নির্বাত নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন [৪৮]। কপালস্থ নেত্র মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ উদিত হইতেছে। ঐ জ্যোতিঃপ্রভাবে মৃণালসূত্রাপেক্ষাও সুকুমার শিরস্থিত চন্দ্রকলার শোভা মলিন হইতেছে [৪৯]। সমাধিপ্রভাবে নব-দ্বারগত মনের সঞ্চার নিষেধ করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেরা যাহাকে অবিনাশী বলেন, তিনি নিজ আত্মাতে সেই আত্মা অবলোকন করিতেছেন [৫০]। মনে মনেও যাঁহাকে পরাজয় করা দুষ্কর। কামদেব এইভাবে অবস্থিত সেই ত্রিনেত্রকে দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে স্বহস্ত হইতে শর ও শরাসন কখন স্খলিত হইয়াছে তাহাও জানিতে পারিলেন না [৫১]। মহাদেবকে ঈদৃশ দেখিয়া কামদেবের বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে পর্ব্বতরাজকন্যা পার্ব্বতী সখীগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক শরীরশোভা অবলোকন করিয়া কন্দর্পের বিজয়াশা পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল [৫২]। পার্ব্বতী বসন্তাগমে কতকগুলি পুষ্পাভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীধৃত অশোক পুষ্প যেন পদ্মরাগ মণিকে তিরস্কার করিতেছে। কর্ণিকার কুসুম যেন স্বর্ণকান্তি অপহরণ করিয়াছে [৫৩]। স্তনভরে শরীর ঈষৎ নতভাব অবলম্বন করিয়াছে। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে নম্র ও নূতনপল্লবময়ী লতা বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে [৫৪]। নিতম্ব দেশে বকুলমালা স্থাপিত হইয়া

চন্দ্রহারের কার্য্য করিতেছে। সেই কাঞ্চী নিতম্ব দেশ হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষিত হইতেছে। পার্ব্বতী তাহা ধরিয়া আছেন, ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন নিক্ষেপস্থানাভিজ্ঞ কন্দর্প-নিক্ষিপ্ত কুসুমায়ুধের দ্বিতীয়-ছিলাই বিরাজিত রহিয়াছে [৫৫]। সুগন্ধি নিশ্বাসে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া বিম্বফলতুল্য পার্ব্বতীর অধর সমীপে গুণ গুণ করিয়া বেড়াইতেছে। পার্ব্বতী প্রতিক্ষণে সংভ্রমে চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং লীলারবিন্দ দ্বারা সেই দ্বিরেফশ্রেণী নিবারণ করিতেছেন [৫৬]। পার্ব্বতীকে দেখিয়া রতিও লজ্জিত হন পুষ্পধন্বা কামদেব সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পর্ব্বতরাজপুত্রীকে দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় মহাদেবে পুনর্ব্বার স্বকার্য্যসাধনসিদ্ধির আশা করিলেন [৫৭]। হিমালয়দুহিতা উমা ভবিষ্যৎপতি শম্ভুর আশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং শম্ভুও পরমাত্মনামক জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া সমাধি হইতে বিরত হইলেন [৫৮]। অনন্তর ভগবান্ প্রমথেশ বীরাসন পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তদেব অতিকষ্টে তদীয় উপবেশনভূমি ধারণ করিলেন। পূর্ব্বে যে প্রাণাদি বায়ু নিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে মোচন করিলেন[৫৯]। নন্দীকেশর পশুপতিকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন; ভগবন্! শৈলাধিরাজতনয়া পরিচর্য্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান্ ভূতনাথ কটাক্ষসঙ্কেতে তাঁহাকে প্রবেশ করাইতে অনুমতি করিলেন [৬০]।

পার্ব্বতীর সখীরা পল্লবখণ্ডযুক্ত বসন্তকুসুম নিজ হস্তে চয়ন করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন[৬১]। পর্ব্বতরাজদুহিতা উমাও অবনত মস্তকে বৃষভধ্বজ মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, মস্তক অবনত করাতে নীলালকবিন্যস্ত কর্ণিকার পুষ্প বিস্রংসিত হইল। কর্ণ হইতে পল্লব পড়িয়া গেল[৬২]। ভগবান্ ভূতনাথ "অনন্যসাধারণ পতি লাভ কর" বলিয়া পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই আশীর্ব্বচন সত্যই

হইয়াছিল। কারণ ঈশ্বরোক্তি কখন বিপরীতার্থবোধিনী হয় না[৬৩]। কন্দর্পও বাণ নিক্ষেপের এই উপযুক্ত সময় নিশ্চয় করিলেন, এবং অগ্নিপতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় রতিপতি উমা সমক্ষে পশুপতিকে লক্ষ্য করিয়া শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া শর সন্ধান করিতে লাগিলেন[৬৪]। অনন্তর গৌরী তাম্রবর্ণ করে করিয়া সূর্য্য কিরণে শুষ্ক মন্দাকিনীর পদ্মবীজমালা তপস্বী গিরীশকে সমর্পণ করিলেন[৬৫]। ভগবান্ ত্রিলোচন অর্থির সন্তোষ সাধনার্থ মালা গ্রহণের উপক্রম করিলেন। অমনি পুষ্পধন্বা নিজ কুসুমশরাসনে অমোঘ সম্মোহন নামক শর সন্ধান করিলেন[৬৬]। চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির ন্যায় তমোগুণাতীত সেই হরেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য হানি হইল। তিনি সাভিলাষনেত্রে বিম্বফলতুল্য উমামুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন[৬৭]। শৈলাধিরাজতনয়ারও শরীর প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের ন্যায় পুলকিত হইয়া উঠিল, তিনি আর মনোগত অভিপ্রায় অপ্রকাশ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। লজ্জায় নেত্র বিভ্রান্ত হইতে লাগিল। মুখভাব বিকৃত হইল। এই রূপে পার্ব্বতী অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন[৬৮]। অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়বিকার বল পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন এবং নিজমনোবিকারের কারণ অবলোকন করিবার নিমিত্ত চারিদিগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন[৬৯]। দেখিলেন, কন্দর্প দক্ষিণনেত্রপ্রান্তে মুষ্টি নিবিষ্ট করিয়াছেন। উভয় স্কন্ধাগ্র ঈষৎ অবনত হইয়াছে। বামপদ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়াছে। জ্যা আকর্ষণ করাতে ধনুক চক্রবৎ ভাসিত হইয়াছে। এবং প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে[৭০]। ভগবান্ শূলপাণি তপস্যার আস্কন্দনে জাতক্রোধ হইলেন এবং ভ্রূভঙ্গে মুখভাব দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিল। ভগবান্ মহাদেবের তৃতীয় চক্ষু হইতে সহসা দেদীপ্যমান অগ্নি বহির্গত হইল[৭১]। প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন আকাশমার্গ হইতে দেবতারা ইহা না বলিতে বলিতেই ভবনেত্রজন্মা বহ্নি মদনকে ভস্মাৎ করিল[৭২]। কন্দর্পপ্রিয়া রতি দুঃসহ অভিভব হে

মোহ প্রাপ্ত হইলেন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় শিথিল হইল, তাহাতেই ক্ষণকাল স্বামিবিয়োগদুঃখ জানিতে পারিলেন না। মোহ যেন সে সময়ে রতির উপকারই করিল৭৩। বজ্রপাতে যেমন বৃক্ষল তা ভগ্ন করে, সেই রূপ তপস্বী ভগবান্ মহাদেব কন্দর্পকে ভস্মসাৎ করিয়া স্ত্রীসন্নিধান পরিত্যাগ মানসে প্রমথগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন৭৪। পর্ব্বতরাজকন্যাও পিতার অভিলাষ এবং স্বীয় শরীরসৌন্দর্য্য নিষ্ফল বিবেচনা করিলেন সখীদিগের সম্মুখে অবমানিতা হইলেন বলিয়া অধিকতর লজ্জা-শীলা হইলেন এবং নিরুৎসাহ হইয়া কষ্টে গৃহাভিমুখে গমন করি-লেন৭৫। মহাদেবের ক্রোধদর্শনে পার্ব্বতীর নেত্র নিমীলিত হইল। সুরগজ যেমন দন্তলগ্ন পদ্মিনী লইয়া যায়, তদ্রূপ পর্ব্বতরাজ হিমালয় বেগে শরীর আয়ত করিয়া দয়ার্হা কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন৭৬।

কুমারসম্ভবে মদনদহন নামক তৃতীয় সর্গ।

কুমারসম্ভব।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর কন্দর্পপত্নী রতি মোহপরায়ণ হইয়া কিছুই জানিতে পারেন নাই। বিধাতা যেন অসহ্য নববৈধব্যবেদনা দিবেন বলিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন১। রতি মূর্চ্ছাবসানে নয়ন উন্মীলন করিলেন; এবং দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তথাপি প্রিয়দর্শন যে আর হই-বে না, তাহা জানিতে পারিলেন না২। অয়ি জীবিতনাথ! কি

জীবিত আছ বলিয়া রতি উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে হরকোপানলে ভস্মীভূত এক পুরুষাকৃতি পতিত রহিয়াছে৩। অনন্তর রতি পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন, পৃথিবীলুণ্ঠনে স্তনদ্বয় ধূসরবর্ণ হইল। কেশপাশ এলো থেলো হইয়া পড়িল, তত্রত্য লোকদিগকে সমদুঃখভাগী করিয়াই যেন রতি বিলাপ করিতে লাগিলেন৪। তোমার যে শরীর সৌন্দর্য্যগুণে বিলাসিগণের উপমা হইত, এক্ষণে সেই শরীরের এই দশা হইল, আমি অবিকৃত রহিলাম. নিশ্চয়ই স্ত্রী-লোক অতিশয় কঠিন৫। জলপ্রবাহ যেমন সেতুবন্ধন ভঙ্গ করিয়া জলাধীনজীবিতা নলিনী লইয়া প্রস্থান করে. তদ্রূপ আমি তোরারই অধীন. তুমি আমাকে কোথায় ফেলিয়া পালাইলে ?৬। তুমি কখন আমার অপ্রিয়াচরণ কর নাই ; আমিও কখন তোমার প্রতিকূলাচরণ করি নাই। তবে আমি এত বিলাপ করিতেছি. তবু কেন আমাকে দেখা দিচ্ছ না ?৭ ।

হে প্রিয়তম স্মর ! তুমি কথায় কথায় অন্য স্ত্রীর নাম করিলে মেখলা রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছিলাম, এবং কর্ণপদ্ম দ্বারা তাড়না করিয়াছিলাম, সেই পদ্মরেণুতে তোমার নেত্রদ্বয় দূষিত হইয়াছিল হে প্রিয়তম ! তুমি কি তাহা স্মরণ করিয়া এখন আমাকে দর্শন দিচ্ছ না ৮। তুমি আমার হৃদয়ে বাস কর, এই যে প্রিয়বাক্য আমায় বলিতে ? তাহা এখন আমার মনোরঞ্জনার্থ মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল ; তাহা না হইলে, তুমি অঙ্গহীন হইলেও কি রূপে আমি অক্ষত শরীরে রহিলাম ৯ । তুমি এই মাত্র পরলোকে প্রস্থান করিতেছ, আমিও তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু মনুষ্যের সুখ তোমার অধীন করিয়া বিধাতা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন১০। হে প্রিয়-তম ! রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে এবং ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন করিতে থাকিলেও ভীতা প্রিয়াদিগকে আর কে কামিদিগের বসতিতে লইয়া যাইবে ? তোমাব্যতিরেকে তাহা আর কেহই করিতে পারিবে না১১। প্রমদারা বারুণীমদপানে মত্ত

হইয়া অরুণ নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া পদে পদে বাক্য স্খলন করিত. তোমা ব্যতিরেকে তাহাদিগের সেই বারুণীমদপান এক্ষণে বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ মদন ব্যতীত মত্ততা বৃথা[১২]।

হে অনঙ্গ! তুমি নিশানাথ চন্দ্রমার প্রিয়সুহৃৎ; তোমার শরীর কথাবশিষ্ট জানিয়া কৃষ্ণপক্ষ অতীত হইলেও চন্দ্রমা তুমি না থাকায় তাঁহার বৃদ্ধি বৃথা বোধ করিয়া নিজ ক্ষীণতা অতি কষ্টে পরিত্যাগ করিবেন[১৩]। যাহার মনোহর বৃন্ত ঈষৎ হরিৎ এবং ঈষৎ পীতবর্ণ, যাহার উদয়ে পুংস্কোকিলেরা মধুর শব্দ করিতে থাকে, সেই আম্রমুকুল এক্ষণে কাহার বাণ হইবে? বল[১৪]। তুমি অলিপংক্তিকে ধনুকের গুণ করিয়া অনেকবার নিয়োজিত করিয়াছিলে। এখন তাহারা যেন অতি কাতর স্বরে গুণ গুণ করিয়া দুঃখাভিসন্তপ্তা আমারই অনুরোদন করিতেছে[১৫]। তুমি পুনর্ব্বার মনোহর শরীর ধারণ করিয়া প্রিয়োক্তিতে স্বভাবিক প্রগল্‌ভ কোকিলাদিগকে আবার সুরত-দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত কর[১৬]। তুমি পদানত হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে। তাহাতে আমার অঙ্গ কম্পা হইত। আজি সেই সমুদায় নির্জন সুরতক্রীড়া স্মরণ করিয়া আমার মনের শান্তি হইতেছে না[১৭]। হে রতিপণ্ডিত! তুমি স্বয়ং আমার অঙ্গে যে বসন্তকালীন পুষ্পাভরণ প্রদান করিয়াছিলে? তাহা বর্ত্তমান আছে. তোমার সেই মনোহর শরীর কোথায়? দেখিতে পাইতেছি না[১৮]। তুমি আমার চরণ প্রসাধন করিতেছিলে, এমন সময়ে; নিদারুণ দেবতারা না জানিয়া প্রাণান্তিক কার্য্যে তোমাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা কি মনে নাই, তাহা সমাপন না করিয়া কোথায় গেলে এস, আমার বামপদের প্রসাধন হয় নাই. তাহা করিয়া দেও[১৯]। হে প্রিয়! স্বর্গে চতুর অপ্সরা-গণের বিলোভনে না পড়িতে পড়িতেই আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া তোমার ক্রোড় আশ্রয় করিব[২০]। হে রমণ! যদি এখনও আমি তোমার অনুগমন করি, তথাপি রতি মদন ব্যতিরেকে

ক্ষণকালও জীবিত ছিল, আমার এই অপবাদ চিরস্থায়ী হইল[২১]। তুমি পরোলোকে প্রস্থান করিতেছ, আমি তোমার শেষ ভূষণ কিরূপে করি, তোমার শরীরও তোমার জীবনের সহিত একবারেই গিয়াছে। তোমার মৃত শরীরও নাই, কাহার ভূষণ করিব?[২২]

শর সরল করিয়া ক্রোড় দেশে ধনুক রাখিয়া বসন্তের সহিত তুমি যে সহাস্য আস্যে আলাপ করিতে? এবং অপাঙ্গপ্রান্তে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে? তাহা এখনও স্মরণ করিতেছি[২৩]। পুষ্পধনুনির্ম্মাতা তোমার অভিমত বন্ধু বসন্ত এক্ষণ কোথায়? তিনিও কি প্রমথনাথ পিনাকপাণির উগ্র কোপে পতিত হইয়া সুহৃদ্গতগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৪]। কামপ্রিয়া রতির বিলাপ বাক্য গুলি যেন বসন্তের হৃদয়ে বিষলিপ্ত শরের ন্যায় বোধ হইল। বসন্ত তদ্দ্বারা আহত হইয়াই যেন বিরহকাতরা রতিকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন[২৫] রতি তাঁহাকে দেখিয়া আরো রোদন করিতে লাগিলেন এব স্তনাঘাত সহকৃত বক্ষঃস্থল আঘাত করিতে লাগিল। আত্মী লোকের সম্মুখে দুঃখের দ্বার অপসারিত হইয়া থাকে[২৬]। দুঃখিত রতি বসন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বসন্ত! দেখ তোমা সখার কি দশা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি হরকোপানলে ভস্মী ভূত হইয়াছেন। কপোতবৎ পাণ্ডুবর্ণ সেই ভস্ম বায়ুতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে[২৭]। ওহে কামদেব! তোমার প্রিয়বন্ধু বস দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এক বার দর্শ দাও। স্ত্রীর উপর পুরুষের প্রীতি যদিও অস্থির, কি বন্ধুর প্রতি প্রীতি কখনই চঞ্চল হয় না[২৮]। হে মদন! তু পুষ্পধন্বা, কোমল কুসুম সকলই তোমার বাণ, এবং মৃণালসূ তোমার ধনুকের গুণ। তুমি এই সুহৃৎ বসন্তের সহায়তাতেই সুরা সুর সমস্ত জগৎকে আজ্ঞাকারী করিয়াছিলে?[২৯]। হে বসন্ত অনিলাহত দীপের ন্যায় তোমার সেই বন্ধু পরলোকে গিয়াছে

দার ফিরিবেন না। আমি অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইয়া তাঁহার শায় ন্যায় রহিয়াছি দেখ[৩১]। হে সখে বসন্ত। বিধাতা কামদেবকে বধ করিয়া আমাকে না মারিয়া অৰ্দ্ধবধ করিয়াছেন; অবিনশ্বর আশ্রয়বৃক্ষ, গজভগ্ন হইলে তদাশ্রিত লতা ও ছায়া বিনষ্ট হয়[৩২]। হে সখে! অবশেষে তুমি এই বন্ধুকার্য্য সম্পাদন কর, অগ্নি প্রদান করিয়া বিয়োগবিধুরা আমাকে পতির নিকট পাঠাইয়া দেও[৩২]। জ্যোৎস্না চন্দ্রের সহিত গমন করে, বিদ্যুৎ মেঘের সমভিব্যাহারেই নষ্ট হয়। স্ত্রী পতিপথগামিনী হয়, ইহা অচেতন পদার্থমধ্যেও পরিজ্ঞাত আছে[৩৩]। এই সম্মুখবর্ত্তি সুন্দর প্রিয়তমের গাত্রভস্ম দ্বারা স্তনদ্বয় রঞ্জন করিয়া নবপল্লব শয্যার ন্যায় অগ্নিতে শরীর সমর্পণ করিব[৩৪]। হে সুন্দর! তুমি অনেকবার আমাদিগের কুসুম শয্যায় সহায়তা করিয়াছ। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, শীঘ্র আমার চিতাসজ্জা করিয়া দাও[৩৫]। অনন্তর আমাকে অগ্নি দিয়া মলয় বায়ু দ্বারা শীঘ্রই জ্বালাইয়া দিও; তুমি ত জান যে তোমার বন্ধু আমা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না[৩৬]। এইরূপ করিয়া পরে আমাদিকে এক অঞ্জলি জল দিও। পরোলোকেও তোমার বন্ধু তাহা বিভাগ না করিয়া আমার সহিত একত্রে পান করিবেন[৩৭]! হে বসন্ত! শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবার সময়ে কন্দর্পকে উদ্দেশ করিয়া চঞ্চলপল্লব সহকার-মঞ্জরী প্রদান করিও। কারণ তোমার বন্ধু সহকারমঞ্জরী অতিশয় ভাল বাসিতেন[৩৮]। সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্ন শফরীকে যেমন প্রথম বৃষ্টিতে দয়া করে; সেইরূপ পতিবিয়োগে কাতর হইয়া রতি শরীর পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। এমন সময়ে আকাশবাণী তাঁহাকে অনুকম্পা করিয়া বলিল[৩৯]! হে কন্দর্পপত্নি! তোমার স্বামী বহুদিন দুর্ল্লভ হইবে না। যে কারণে তিনি হরকোপানলে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা শ্রবণ কর[৪০]। প্রজাপতি ব্রহ্মা কামরসে

ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দমনে অসমর্থ হইয়া স্বসুতা সরস্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি ইন্দ্রিয়বিকার নিগ্রহ করিয়া শাপ দিয়াছেন, অতএব কন্দর্প এই তাহারই ফল ভোগ করিলেন[৪১]। ধর্ম্ম প্রজাপতি অনুনয় পূর্ব্বক অনঙ্গের শাপ মোচন প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা কামদেবের শাপমুক্তির এই উপায় বলিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীর তপস্যায় বশীভূত হইয়া যখন পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবেন এবং তিনি তাহাতে সুখলাভ করিবেন; তখন কন্দর্পকে নিজ শরীরের সহিত পুনরুজ্জীবিত করিবেন[৪২]। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এবং মেঘ, অশনি এবং অমৃত এই উভয়ের কারণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যেমন কুপিত হন, তদ্রূপ শীঘ্র প্রসন্নও হইয়া থাকেন। এবং মেঘ যেমন বিদ্যুদগ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ আবার জলও প্রদান করিয়া থাকে[৪৩]।

অতএব হে সুন্দরি! প্রিয়-সম্মীলন হইবে বলিয়া নিজ শরীর রক্ষা কর, নদী গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু আবার বর্ষাগমেই জলে প্লাবিত হইয়া থাকে[৪৪]। নেত্রপথাতীত অদৃশ্যরূপ কোন প্রাণী কন্দর্পপত্নী রতির মরণোদ্যোগচেষ্টা শিথিল করিয়া দিল। এবং কুসুমায়ুধবন্ধু বসন্তও আকাশবাণীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিবিধসান্ত্বনা বাক্যে রতিকে আশ্বাস দিতে লাগিল[৪৫]। অনন্তর মদনবধূ রতি পতিবিয়োগদুঃখে কৃশ হইয়াও কিরণক্ষয়ে ধূসর বর্ণ দিবাতন শশিকলা যেমন রাত্রি প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ শাপাবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন[৪৬]।

কুমার সম্ভবে রতিবিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ।

কুমারসম্ভব

।

পঞ্চম সর্গ।

পিনাকপাণি পার্ব্বতীসমক্ষে কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া তাঁহার মনোভিলাষ ভগ্ন করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া মনে মনে নিজ রূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কারণ পতির প্রিয়া হইলেই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা হয় [১]। অনন্তর পার্ব্বতী সমাধি অবলম্বন করিয়া তপস্যা দ্বারা শিবকে বশীভূত করিয়া সৌন্দর্য্যের সাফল্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তপস্যা ব্যতিরেকে তথাবিধ স্নেহ এবং তাদৃশ পতি আর কিরূপে পাইতে পারেন [২]। পার্ব্বতী প্রমথেশ গিরিশের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া তপস্যা করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মেনকা বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন করিয়া কষ্টসাধ্য মহৎ মুনিব্রত হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন [৩]। বৎসে! মনোভীপ্সিত শচী প্রভৃতি দেবতারা আমায় গৃহেতেই আছেন। তোমার তপস্যার আবশ্যক কি। বৎসে! তপস্যা অতি কষ্টসাধ্য, এবং তোমার শরীর অতিশয় কোমল। শিরীষ পুষ্প ভ্রমরের কোমল পদক্ষেপ সহ্য করিতে পারে। কিন্তু পক্ষীগণের পদদলন সহিতে পারে না [৪]। মেনকা স্থিরনিশ্চয়া পার্ব্বতীকে এই রূপ উপদেশ দিয়াও তপস্যার উদ্যম হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন নাই। অভীপ্সিত সাধনার্থে স্থিরনিশ্চয় মন এবং নিম্নাভিমুখ জলপ্রবাহকে কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে? [৫]। একদা মনস্বিনী পার্ব্বতী বিশ্বস্ত সখী দ্বারা অভিলাষাভিজ্ঞ পিতা হিমালয়কে জানাইলেন যে পর্য্যন্ত না কৃতকার্য্য হই, সেই অবধি আমি তপস্যার্থ অরণ্যে বাস করিব [৬]।

অনন্তর পূজ্যতম পিতা হিমালয় অনুরূপপাত্রে অভিনিবেশ বশতঃ সন্তুষ্ট হইয়া অনুজ্ঞা করিলেন। পার্ব্বতীও পিতার অনুমতি লাভ করিয়া হিমালয়শিখরে তপস্যার্থ গমন করিলেন, সেই গিরিশিখর তপস্যায় পরে গৌরিশিখর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে[৭]। অধ্যবসায়সম্পান্না পার্ব্বতীর যে হার যষ্টিতে স্তনান্তর্গতচন্দনে বিলুপ্ত হইত; সেই হার পরিত্যাগ করিয়া বালসূর্য্যের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ স্তনোত্তরীয় বল্কল বস্ত্রবৎ ধারণ করিলেন[৮]। সেই পর্ব্বতরাজকন্যার মুখ কেশকলাপে যেরূপ সুশোভিত হইয়াছিল, জটা ধারণ করিয়া সেই রূপই রহিল, পদ্ম ভ্রমরজালজড়িত হইয়াই সুশোভিত হয়, এমন নহে; শৈবালসংসর্গেও সুশোভিত হইয়া থাকে[৯]। সেই পর্ব্বতরাজদুহিতা ত্রিগুণ-ময়ী তৃণমেখলা ধারণ করিয়াছিলেন; মুঞ্জ অতিশয় কঠিন বলিয়া ক্ষণেং রোমঞ্চ হইত। এবং তৎপূর্ব্বনিবদ্ধ মৌঞ্জীতে পার্ব্বতীর রশনাগুণাস্পদ জঘনকে লোহিতবর্ণ করিয়াছিল[১০]। সেই দেবী পার্ব্বতী লাক্ষারসরঞ্জন পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া অধর হইতে এবং স্তনাঙ্গরাগে অরুণবর্ণ ক্রীড়া কন্দুক হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয়ের অঙ্গুলি কুশাঙ্কুর গ্রহণ করিতে করিতেই ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি সেই হস্তে অক্ষসূত্র ধারণ করিলেন[১১]। মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পতিত নিজ কেশপুষ্প লাগিয়াও যিনি ক্লিষ্ট হইতেন, তিনি এক্ষণে বাহুদ্বয় উপধান (বালিশ) করিয়া কেবল ভূমিতেই শয়ন করিতে লাগিলেন।[১২] তপস্বিনী পার্ব্বতী যেন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ক্ষীণলতার নিকট বিলাসচেষ্টা, এবং হরিণীগণের উপরি চঞ্চল দর্শন এই দুটী গচ্ছিতের ন্যায় উভয়ের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন[১৩]। পার্ব্বতী নিরলস হইয়া ঘটরূপস্তন্যপয় দ্বারা যে বৃক্ষদিগকে বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিয়াও অগ্রজাত বৃক্ষদিগের প্রতি তাঁহার পুত্রবাৎসল্য শিথিল করিতে পারেন নাই[১৪]। পার্ব্বতী নীবার প্রভৃতি দ্বারা হরিণদিগের লালন পালন

করিতেন। তাহারা পার্ব্বতীকে এত বিশ্বাস করিত। যে পার্ব্বতী কৌতূহলবশত সেই হরিণগণের নেত্রের সহিত সম্মুখবর্ত্তী সখীদিগের লোচনের পরিমাণ করিতেন। অথবা পার্ব্বতী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কাহার চক্ষু ভাল, তাহা জানিবার নিমিত্ত সখীদিগের সম্মুখে হরিণনেত্রের সহিত নিজ লোচনের পরিমাণ করিতেন[১৫]। পার্ব্বতী তপস্যার্থ নিয়মিত স্নান করিতেন এবং বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিতেন, বল্কলকে উত্তরীয় বস্ত্র করিয়া ধারণ করিতেন এবং স্তুতি পাঠাদি সমুদায় কর্ম্ম করিতেন। ঋষিরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চারিদিগ্ হইতে আসিতেন। ধর্ম্মঃ বয়ঃক্রমের অপেক্ষা রাখে না[১৬]। সেই পার্ব্বতীর তপোবনে পরস্পর বিরোধী গো-ব্যাঘ্রাদি পূর্ব্বমৎসরভাব পরিত্যাগ করিল। তত্রত্য বৃক্ষেরা অভীষ্ট ফল প্রসব দ্বারা অতিথিদিগকে সৎকার করিতে লাগিল। পর্ণশালার অভ্যন্তরে অনল সঞ্চিত থাকিত। এইরূপে সেই তপোবন পবিত্র হইল[১৭]। পার্ব্বতী যখন দেখিলেন যে পূর্ব্বানুষ্ঠিত তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ হইল না। তখন স্বীয় শরীরের সৌকুমার্য্য অপেক্ষা না করিয়া দুশ্চর তপস্যা করিবার উপক্রম করিলেন[১৮]। যিনি কন্দুকক্রীড়াতেও ক্লান্ত হইতেন। তিনি কষ্টসাধ্য মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার শরীর সুবর্ণপদ্মে নির্ম্মিত, অতএব পদ্মস্বভাবতঃ সুকুমার ও কাঞ্চনস্বভাবে কঠিন[১৯]। নির্ম্মল হাস্যকারিণী সুমধ্যমা পার্ব্বতী গ্রীষ্মকালে চারিদিকে দেদীপ্যমান অগ্নির মধ্যে থাকিয়া নেত্রপ্রতিঘাতিনী সবিতার প্রভা পরাজয় করিয়া অনন্যদৃষ্টি হইয়া সূর্য্য দেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন[২০]। পার্ব্বতীর মুখ সূর্য্য-কিরণে তাদৃশ সন্তপ্ত হইয়াও কোমল কমলশোভা ধারণ করিল। কেবল সুদীর্ঘ নেত্রপ্রান্তে ক্রমে ক্রমে এক কালিম চিহ্ন হইল[২১]। বৃক্ষ যেমন অযাচিতোপস্থিত মেঘ-জলে এবং রসময় চন্দ্রকিরণে জীবন ধারণ করে, সেই রূপ পার্ব্বতীও অপ্রার্থিত স্বয়মুপস্থিত বর্ষণ

জলে এবং চন্দ্ররশ্মিতেই জীবন ধারণ করিয়া তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন [২২]। পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতী গ্রীষ্মকালে আদিত্যরূপী খেচর এবং কাষ্ঠসমিদ্ধ এই পঞ্চবিধ অগ্নিদ্বারা সাতিশয় পরিতাপিত হইয়া গ্রীষ্মান্তে বর্ষাপ্রারম্ভে নববারি ধারায় অভিষিক্ত হইয়া পঞ্চাগ্নিতপ্ত ভূমিসভিব্যাহারে ঊর্দ্ধগ বাষ্প পরিত্যাগ করিলেন[২৩]। প্রথমে বিরল জলবিন্দু পার্ব্বতীর পক্ষ্ম প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল অনন্তর কঠিন স্তনদ্বয়োপরি পতিত হইয়া চূর্ণিত হইয়া কোমল অধরের তাড়না করিল, তদনন্তু স্খলিত হইয়া বহুক্ষণ পরে নাভিদেশে প্রবিষ্ট হইল[২৪]। নিরন্তর বারিধারানিপতিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বায়ু বহিতেছে, পার্ব্বতী তাদৃশ সময়েও অনাবৃতস্থলে শিলাতলোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। রাত্রি বিদ্যুন্ময় লোচনদ্বারা তাহাকে দেখিয়াই যেন মহৎ তপস্যার সক্ষীভূত হইয়াছেন[২৫]। পৌষমাসের রাত্রি-কালে অতিশয় হিম পড়ে এবং বায়ুও প্রবলবেগে বহিতে থাকে, পার্ব্বতী তাদৃশ সময়ে জলমধ্যে বাস করিয়া পুরোবিযুক্ত পরস্পর করুণ স্বরে বিলপনশীল চক্রবাক মিথুনে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, তপ-স্যায় অতিবাহন করিতেন[২৬]। হিমপাতে পদ্মসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সরোবর রাত্রিকালে পার্ব্বতীর পদ্মবৎ সুগন্ধি মুখপদ্মের কম্পমান অধরোষ্ঠদলে সুশোভিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হইল যেন জলমধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে[২৭]। স্বয়ং পতিত বৃক্ষ-পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবিকাকরাই তপস্যার পরাকষ্ঠা। পর্ব্বতরাজ পুত্রী তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতেই পুরাবিদ্ পণ্ডি-তেরা প্রিয়ম্বদা পার্ব্বতীকে অর্পণা এই নাম প্রদান করিয়াছেন[২৮]। দিবানিশি এইরূপ ঘোরতর তপস্যা দ্বারা মৃণাল অপেক্ষাও কোমল নিজ অঙ্গকে কৃশ করিয়া তিনি তপস্বিদিগের কঠিন শরীরোপার্জিত তপস্যাকেও তিরস্কৃত করিয়াছিলেন[২৯]। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় প্রগল্‌ভবাক্য এক জটাবান্ ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীর তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে পালাষদণ্ড

এবং অজিন পরিধান, দেখিলেই বোধ হয় যেন ব্রহ্মময় তেজে জ্বলিতেছেন৩০। অতিথিনিষ্ঠা পার্ব্বতী বহু সম্মান পূর্ব্বক পূজোপকরণ দ্রব্য লইয়া ব্রহ্মচারিকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা স্বসদৃশ ব্যক্তিকেও অতিশয় গৌরব করিয়া থাকেন ৩১। ব্রহ্মচারী বিধি পূর্ব্বক প্রযুক্ত অতিথিসৎকার গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল পরিশ্রম অপনয়ন করিলেন এবং অকুটিল নয়নে উমাকে দর্শন করিয়া ক্রমান্বয়ে বলিতে উপক্রম করিলেন৩২। আপনার তপস্যার্থ সমিৎ ও কুশ সুলভ ত? এবং স্নানকার্য্যযোগ্য জল সুপ্রাপ্য বটে ত? আপনি নিজ ক্ষমতানুসারে তপস্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন ত? কারণ শরীর সকল ধর্ম্মের আদিকারণ৩৩। আপনি স্বয়ং বারিসেচন করিয়া যে লতা রোপণ করিয়াছিলেন। তাহার পল্লবোদ্ভেদ হইয়াছে, আপনি অনেক কাল পর্য্যন্ত লাক্ষারাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই পল্লব আপনার অধরোষ্ঠের তুল্য হইয়াছে৩৪। যে হরিণেরা আপনার হস্ত হইতে প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কুশামুষ্টি অপহরণ করিতেছে। তাহাদিগের উপরি ত আপনার মন প্রসন্ন আছে? ক্ষুভিত হয় নাই ত? অপরাধ করিলেও তপস্বিদিগের ক্রোধ করা বিধেয় নহে। হে উৎপলাক্ষি! ঐ হরিণেরা নিজ চঞ্চল লোচনের সহিত আপনার চক্ষুসাদৃশ্য অভিনয় করিতেছে৩৫। হে পার্ব্বতি! যেখানে আকৃতি; সেই খানেই গুণ থাকে, সুন্দর আকৃতি কখন পাপাচারপরায়ণ হয় না। এই লোক-প্রবাদ-মিথ্যা নহে। কারণ হে বিশালাক্ষি! তোমার সচ্চরিত্র তপস্বিদিগেরও উপদেশস্থল হইয়াছে৩৬। পর্ব্বতরাজ হিমালয় পুত্রপৌত্রাদি সবংশে তোমার নিষ্পাপ আচার দ্বারা যেরূপ পবিত্র হইয়াছেন। ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত সপ্তর্ষিগণের পূজোপহার দ্বারা কিম্বা স্বর্গ হইতে পতিত গঙ্গাজল দ্বারা তদ্রূপ পবিত্র হন নাই৩৭। হে সুন্দরি! তুমি ত্রিবর্গমধ্যে অর্থ কাম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র ধর্ম্মকেই সেবা করিতেছ। অতএব আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম

এই ত্রিবর্গ মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে[৩৮]। তুমি নিজে আমাকে বিশেষরূপে অতিথিসৎকার করিয়াছ। এক্ষণে আমাকে পর বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে সন্নতাঙ্গি! কারণ, মনীষিরা সাধুদিগের সখ্যকে সপ্তপদোচ্চারণ-সাধ্য বলিয়া থাকেন[৩৯]। বন্ধুতানিবন্ধন আমি দ্বিজাতি-সুলভ চঞ্চলতাবশত ক্ষমাশিলা আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি গোপনীয় না হয়, তবে বলিয়া বাধিত করুন[৪০]। আপনি প্রথমবিধাতা হিরণ্যগর্ভের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্যে আপনার দেহ সুশোভিত, ত্রিলোকমধ্যে আপনার তুল্য সুন্দরী নাই। আপনাকে সুখও অন্বেষণ করিতে হয় না। এবং এই অভিনব যৌবন, অতঃপর আর তপস্যার ফল কি হইবে বলুন[৪১]। ভর্ত্রাদিকৃত দুঃসহ অপমান হইলেও মনস্বিনী স্ত্রীদিগের এরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু হে কৃশোদরি। আমার মানস বিচারমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া তোমাতে তাহাও দেখিতে পাইতেছি না[৪২]। হে সুন্দরি! আকার অবলোকন করিয়া তোমার অহস্য ভর্ত্রাদি-কৃত অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে ইহা বোধ হইতেছে না। পিতৃগৃহে অবমাননার সম্ভাবনাই ত নাই। অন্য কর্ত্তৃক তোমার অবমাননাও সম্ভবে না। সর্পশিরোমণিশলাকা গ্রহণ করিতে কে ভরসা করিয়া কর প্রসারণ করিবে?[৪৩]। হে গৌরি! কি নিমিত্তে তুমি যৌবনকালে আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থোচিত বল্কল ধারণ করিয়াছ? সায়ংসময়ে শশাঙ্ক এবং তারকাবলী দ্বারা দেদীপ্যমান রাত্রিতে অরুণ উদয় যদি সম্ভব হয়; তবে এখন বিভূষণ পরিহার করিয়া তোমারও বল্কলধারণ শোভা পায়[৪৪]। যদি স্বর্গ অভিলাষ কর, তবে তপস্যার্থ ঈদৃশ পরিশ্রম করা বৃথা কারণ তোমার পিতার সমুদয়-প্রদেশই বেদ-ভূমি। যদি বর প্রার্থনা কর, তথাপি তপস্যায় প্রয়োজন নাই। রত্ন কাহাকে অন্বেষণ করে না, সকলে রত্নকেই অন্বেষণ করিয়া থাকে[৪৫]। চিন্ত

সংভূত উষ্ণোচ্ছ্বাস পরিত্যাগেই তোমার বরার্থিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি আমার মন সংশয়ারূঢ় হইতেছে, করণ তোমার প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না ! তোমার প্রর্থিত দুষ্প্রাপ্য ইহবে কেন ? ইহা কখনই হইবে না[৪৬]। আশ্চর্য্য ! তোমার অভীপ্সিত কোন্ যুবা কর্ণোৎপলশূন্য তোমার কপোল দেশে কলমা ধান্যের ন্যায় পিঙ্গল জটা লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে, সে নিশ্চয়ই বজ্রহৃদয় তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই[৪৭]। দিবাকরকিরণে তোমার বিভূষণ স্থান দগ্ধ হইয়াছে, দিবা-তনী চন্দ্রকলার ন্যায় নিতান্তম্লান হইয়াছ, মুনিব্রতে অতিমাত্র কৃশ হইয়াছ, তোমাকে ঈদৃশ দেখিয়া কোন্ সহৃদয়ব্যক্তির না মন পীড়িত হয়[৪৮]। নিশ্চয় বুঝিলাম তোমার সেই প্রিয়তম সৌভাগ্যগর্ব্বে বঞ্চিত হইয়াছেন। কারণ তিনি নিজ বক্ত্রকে মধুর দর্শন, কুটিল রোম তোমার এই চক্ষের লক্ষীভূত করিতেছেন না[৪৯]। হে গৌরি ! তুমি আর কত কাল তপস্যা করিবে। আমারও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসঞ্চিত কিঞ্চিৎ তপস্যা আছে। তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া অভিলষিত বর লাভ কর; কিন্তু সেই বরকে? তাহা সম্যক্ রূপে জানিতে অভিলাষ করি[৫০]। অতিথি ব্রাহ্মণ আত্মীয়ের ন্যায় রহস্য উদ্ভাবন করিয়া এইরূপ কহিলে, পার্ব্বতী লজ্জায় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কজ্জলহীন নেত্র বিবর্ত্তন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীকে বলিতে সঙ্কেত করিলেন। [৫১]। পার্ব্বতীর সহচরী সেই ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, বিদ্বন্ ! যদি জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, শ্রবণ করুন ! লোকে উষ্ণবারণার্থ যেমন পদ্মকে আতপত্রকরে, তদ্রূপ ইনি যাঁহার জন্যে এই কোমল শরীরকে তপঃসাধন করিয়াছেন[৫২]। অভিমানবতী পার্ব্বতী ঐশ্বর্য্যশালী মহেন্দ্রপ্রভৃতি দিগ্পতিদিগকে অবমাননা করিয়া, মদন-দহন স্বনয়নে অবলোকন করিয়া সৌন্দর্য্যে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না স্থির করিয়া, তপস্যা দ্বারা পিনাকপাণি মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন[৫৩]। পুষ্পধন্বা প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্ত্যক্ত বাণ পুরারি হরের নিকট হইতে অসহ্য হুঙ্কারশব্দেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইঁহার কোমল হৃদয়ে প্রগাঢ় রূপে পতিত হইয়া দিন দিন ইহাকে ক্ষীণ করিতেছেন ৫৪। সেই ইনি মদনোন্মত্ত হইলেন, তিলকচন্দনে চূর্ণ কুন্তল ধূসরবর্ণ হইল, এবং হিমসংঘাতরূপ শিলাতলেও এই বালা আর সুখ লাভ করিতে পারিলেন না ৫৫। শম্ভুর ত্রিপুর বিজয়াদি চেষ্টিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইঁহার গদগদ কণ্ঠে বাক্য স্খলন হইত, বনমধ্যে সঙ্গীতসখী কিন্নররাজকন্যারা তাহা দেখিয়া অনেক-বার ক্রন্দন করিয়াছিল ৫৬।

শেষরাত্রিতে ক্ষণ কালমাত্র নেত্র নিমীলন করিয়া, হঠাৎ জাগরিত হইয়া এবং মিথ্যাভূত কণ্ঠদেশে যেন বাহুলতা বন্ধন করিয়াছেন এইরূপ বোধ করিয়া, হে নীলকণ্ঠ কোথায় যাও এই রূপ প্রলাপবাক্য প্রয়োগকরিতেন। ৫৭ পণ্ডিতেরা তোমাকে সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়া থাকেন, তবে আমি তোমার প্রতি অনুরাগিণী হই-য়াছি। ইহা কেন জানিতেছ না, নির্জ্জনে স্বহস্তে লিখিত চন্দ্রশেখরকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন ৫৮। সেই জগৎপতির প্রাপ্তির জন্য অনেক অন্বেষণ করিয়াও যখন অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন পিতার অনুমতি লইয়া আমাদিগের সমভিব্যা-হারে তপস্যার্থ এই তপোবনে আসিয়াছেন৫৯। আমাদিগের সখী তপস্যার সাক্ষীভূত এই সমুদায় বৃক্ষ স্বয়ং রোপণ করিয়া তাহার ফল দর্শন করিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখর-বিষয়ক ইঁহার মনোরথের অঙ্কুরমাত্র অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইল না৬০। নিরন্তর তপস্যায় কৃশ হইতেছেন, সখীরা সজলনেত্রে সতত চাহিয়া রহিয়াছে,। ইন্দ্র তৎকৃত অনাবৃষ্টিপীড়িত কৃষ্টভূমির ন্যায়, প্রার্থিতদুর্ল্লভ সেই ভগবান্ ভূতনাথ কবে ইহাকে অনুগ্রহ করিবেন বলিতে পারি না৬১। পার্ব্বতীর হৃদয়াভিজ্ঞা সখী সদভিপ্রায় প্রকাশপুরঃসর এই সমস্ত নিবেদন করিলে,চিরব্রহ্মচারী বিলাসী প্রমথনাথ হর্ষচিহ্ন গোপন করিয়া উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি গৌরি! তোমার

সখী যাহা বলিলেন, ইহা কি সত্য? না পরিহাস?৬২। অনন্তর পার্ব্বতী সম্পুটীকৃতাঙ্গুলি অগ্রহস্তে জপমালিকা গ্রহণ পুরঃসর কথঞ্চিৎ বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক পরিমিতাক্ষরে বলিলেন৬৩। হে বৈদিকশ্রেষ্ঠ। আপনি যাহা শুনিলেন তাহা সত্য, এ ব্যক্তি সেই উচ্চতম পদারোহণে অভিলাষিণী। এই সামান্য তপস্যা তাহারি প্রাপ্তিসাধন। কারণ মনোভিলাষের অগম্য কিছুই নাই৬৪। অনন্তর ব্রহ্মচারী বলিলেন, আমি মহেশ্বরকে জানি। তুমি পুনরায় তাহার অভিলাষে তপস্যা করিতেছ?। তাহাকে অমঙ্গলাচারে অনুরক্ত দেখিয়া তোমায় অনুমোদন করিতে প্রবৃত্তি হয় না৬৫। হে অবস্তুভিনিবেশাতিশয়ে পার্ব্বতি বিবাহসময়ে গৃহীত হস্তসূত্র তোমার এই কমনীয় হস্ত অহিবলয়িত ভয়ঙ্কর রুদ্রের হস্তকে প্রথমতঃ কি রূপে গ্রহণ করিবে বল৬৬। বধূ কলহংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিবে। আর বর রক্তবিন্দুবর্ষী গজচর্ম্মাচ্ছাদিত হইবে। তুমি স্বয়ংই ভাবিয়া দেখ দেখি, এই উভয়ের কখন কি সম্মীলন হয়?৬৭ তোমার পদদ্বয় কুসুমাস্তৃত দিব্য ভবনের ভূমিসঞ্চারে অভ্যস্ত। সেই পদের লাক্ষারসরঞ্জিত পদচিহ্ন এক্ষণে ইতস্তত বিক্ষিপ্তকেশ প্রেত ভূমিতে অর্পিত হইবে, ইহা কি শত্রুতেও অনুমোদন করিতে পারে?৬৮। যদি ত্র্যম্বকালিঙ্গন তোমার পক্ষেও সুলভ হয়; ইহার পর আর অত্যন্ত অযুক্ত কি আছে বল; দেখ হরিচন্দনাস্পদীভূত তোমার স্তনদ্বয়ে চিতাভস্ম অবস্থিতি করিবে৬৯। ইহা তোমার পক্ষে অপর একটী বিড়ম্বনা; তুমি বিবাহিত হইয়া কোথায় গজেন্দ্র আরোহণ করিয়া যাইবে না হইয়া বৃদ্ধ বৃষভে আরূঢ়া হইয়া যাইতেছ দেখিয়া পথে মহাজনেরা নিঃসন্দেহ হাস্য করিবেক৭০। হরশিরোগতা কান্তিমতী চন্দ্রের কলা, এবং লোকের নেত্রকৌমুদী তুমি, এই উভয়ই মহাদেবের সমাগমপ্রার্থনায় লোকের শোচনীয় হইল৭১। হে পার্ব্বতি! বরে যেরূপ রূপবিত্তাদি প্রার্থনীয়; ত্রিলোচনে তাহার কিছুমাত্র নাই, দেখ শরীর ত্রিনেত্রতাপ্রযুক্ত বিষমচক্ষু; এবং জন্মেরও স্থিরতা

নাই। দিগ্বাসেই ধনশালিত্ব প্রকাশিত হইতেছে[৭২]। এই অসৎ অভিলাষ হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। এবং ভবাদৃশী প্রসন্তভাগ্যবতী ও তাদৃশ ব্যক্তি এ উভয়ের অন্তর কত ভাবিয়া দেখ। সাধুলোক কখন শ্মশানভূমিনিহিত বধ্যশঙ্কুর বেদোক্ত যূপসৎক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন না[৭৩]। ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিকূল বাক্য বলিলে পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠ কোপেকম্পান্বিত হইল; তিনি প্রান্তরক্ত নয়নে উগ্রভাবে অবলোকন করিলেন[৭৪]। এবং ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, তুমি মহাদেবকে স্বরূপতঃ জান না, যেহেতু আমাকে এইরূপ বলিলেন। মূঢ় লোকেরা অচিন্তকারণ মহৎ লোকের অলোকসাধারণ চরিত্রে দোষারোপণ করিয়া থাকে[৭৫]। লোকে বিপদ্ প্রতীকার ও ঐশ্বর্য্যাভিলাষে গন্ধ-মাল্যাদি সেবন করিয়া থাকে। জগতের রক্ষাকর্ত্তা, নিস্পৃহ মহাদে-বের এ সমুদায়ে প্রয়োজন কি[৭৬]। সেই দেব দরিদ্র হইয়াও সকল সম্পত্তির কারণ, শ্মশান বাসী হইয়াও ত্রিলোকের স্বামী, ভয়ঙ্করা-কার হইলেও তাঁহাকে শিব বলে, অতএব পিনাকপাণির তত্ত্বজ্ঞ কেহ নাই[৭৭]। তিনি বিভূষণভূষিত হউন্ অথবা সর্পধারীই হউন্, গজচর্ম্মই পরুন্ অথবা পট্টবস্ত্রই পরিধান করুন, নরকপালধারী অথবা চন্দ্রসেখরই হউন, বিশ্বমূর্ত্তি মহাদেবের স্বরূপনিরূপণ অস-ম্ভব[৭৮]। চিতাভস্মও তদীয় গাত্রসংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পাবন বলিয়া গণনীয় হয়। কারণ তিনি নৃত্যাভিনয় আরম্ভ করিলে, শরীরচেষ্টা বশত পরিচ্যুত সেই চিতাভস্ম দেবতারা মস্তকে ধারণ করেন[৭৯]। তিনি সম্পত্তিবিহীন হউন আর বৃষভারোহণে গমন করুন্ কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র মদস্রাবী দিগ্গজারোহণে আগমনপুরঃসর মস্তক দ্বারা তাঁহার পদ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার মস্তকস্থ প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পের পরাগে মহাদেবের পদাঙ্গুলি অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে[৮০]। তুমি নষ্টস্বভাব; কিন্তু মহাদেবের দোষ বলিতে গিয়া একটী উত্তম কথা বলিয়াছ। বিদ্বানেরা যাঁহাকে ব্রহ্মারো কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি কিরূপে লক্ষ্যজন্মা হই-বেন[৮১]। বিবাদে আবশ্যক নাই। আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন

তিনি সম্পূর্ণরূপে সেইরূপই হউন। আমার মন তাঁহাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। স্বেচ্ছাব্যবহারী ব্যক্তি দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না৮২। হে সখি! এই বটু পুনঃ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, উহাকে নিবারণ কর। যে মহৎ লোকের নিন্দা করে,কেবল সে নয়, যে তাহা হইতে সেই নিন্দা শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী হয়৮৩। অথবা এখান হইতে যাই, এই বলিয়া বালা পার্ব্বতী চলিলেন। গমনসম্ভ্রমে স্তনদ্বয় হইতে বল্কলখণ্ড স্রস্ত হইল। বৃষভধ্বজ মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণপুরঃসর তাঁহাকে ধরিলেন৮৪। দেবদেব দর্শনে পার্ব্বতীর গাত্র কম্পিত হইল, স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। উদ্ধৃত পদ অন্যত্র বিন্যাসার্থ বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে পর্ব্বতাবরোধবশত আকুলিতা নদীর ন্যায় পর্ব্বত-রাজপুত্রী লজ্জায় যাইতে কিম্বা থাকিতে কিছুই পরিলেন না৮৫। হে পার্ব্বতি! অদ্য প্রভৃতি আমি তোমার তপস্যায় ক্রীত দাস হইলাম; চন্দ্রশেখর ইহা বলিলে পার্ব্বতী তপোজন্য ক্লেশ তৎ-ক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ ফলপ্রাপ্ত হইয়া তপস্যা নিব-ন্ধন ক্লেশসার্থ বিস্মৃত হইলেন। কারণ কোন কার্য্যোপলক্ষে ক্লেশ স্বীকার করিলে যদি সেই কার্য্য সফল হয়, তবে সে ক্লেশ ক্লেশ বলিয়া গণ্য হয় না। বরং তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় ৮৬।

কুমার-সম্ভবে ফলোদয় নামক পঞ্চম সর্গ।

কুমারসম্ভব।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহানন্তর গৌরী বিশ্বাত্মা শিবকে বলিবার নিমিত্ত নির্জনে সখীকে বলিলেন যে, পর্ব্বতাধিপতি হিমবান্ আমার দানকর্ত্তা। তিনি দান করিলে ইঁনি স্বীকার

করিলেই আমায় মহান্ অনুগ্রহ করা হয়[১]। প্রিয়াসক্তা পার্ব্বতী সখীমুখদ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বসন্তসময়ে স্থিরতরা কোকিল-মুখরা চূতশাখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[২]। স্মর-হর হর 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক অতি কষ্টে উমাকে পরি-ত্যাগ করিলেন এবং জ্যোতি-র্ম্ময় সপ্তর্ষিদিগকে স্মরণ করিলেন[৩]। সেই তপোধন সপ্তর্ষিমণ্ডল তেজঃপুঞ্জে আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া অরুন্ধতীসমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ প্রভু প্রমথনাথের সমীপে উপস্থিত হইলেন[৪]। তীরস্থিত কল্পবৃক্ষের পুষ্প সমুদয় পতিত হওয়াতে সুবাসিত ও তরঙ্গমালাকুল দিগ্‌গজমদসুরভীকৃত মন্দাকীনীর পবিত্র জলে তাঁহারা অভিষেক করিয়াছেন[৫]। সুবর্ণ বল্কল পরিধান এবং মুক্তাময় যজ্ঞোপবীত ও রত্নময় অক্ষ-সূত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমপ্রবিষ্ট কল্পবৃক্ষের ন্যায় তাঁহারা শোভা পাইতেছেন[৬]। সহস্রকিরণ সূর্য্যদেব সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধো-দেশে অশ্বচালনা করিয়া তন্মণ্ডলাঘাতশঙ্কায় ধ্বজা নামাইয়া স্বয়ং প্রণিপাত পুরঃসর গমনানুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন[৭]। মহাপ্রলয়-কালেও তাঁহারা বরাহদংষ্ট্রাতে ভুজলতা বন্ধন করিয়া দংষ্ট্রোদ্ধৃত পৃথিবীর সহিত মহাবরাহদন্তোপরি বিশ্রাম করিয়াছেন[৮]। বিশ্ব-নিদান ব্রহ্মার সৃষ্টাবশিষ্টসৃষ্টিকরণনিমিত্ত পুরাবিৎ ব্যাসা-দিরা ইহাদিগকে পুরাতন বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৯]। তাঁহারা তপস্বী হইয়াও তপস্যার ফলদানোন্মুখ নির্ম্মল পূর্ব্ব-জন্মোপার্জ্জিত তপস্যার ফল উপভোগ করিতেছেন[১০]। তাহা-দিগের মধ্যে পতিব্রতা অরুন্ধতী পতির চরণদ্বয়ে চক্ষুনিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় দীপ্তি পাইতে-ছেন[১১]। ঈশ্বর সেই অরুন্ধতী এবং সপ্তর্ষি দিগকে সমান সম্মানে অবলোকন করিলেন। সাধুদিগের চরিত্র অতিপ্রশংসনীয়, কারণ তাঁহারা স্ত্রী ও পুরুষ এ উভয়ে ভেদজ্ঞ করেন না[১২]। অরুন্ধতীকে দর্শন করিয়া শম্ভুর দারপরিগ্রহার্থ আরো অধিক আদর হইল। কারণ সৎপত্নীরাই সকল ধর্ম্ম কার্য্যের মূলকারণ[১৩]। মহাদেব ধর্ম্ম্য

কর্ম্ম সম্পাদনার্থে পার্ব্বতীর প্রতি আসক্ত হইলে পূর্ব্বাপরাধ-ভীত কামদেবের মনে পুনরুজ্জীবনের আশা হইল[১৪]। সাঙ্গবেদ-প্রবক্তা সেই সকল মুনিরা জগৎগুরু মহাদেবকে পূজা করিয়া আহ্লাদে রোমাঞ্চিত শরীর হইয়া বলিলেন[১৫]। আমরা নিয়মপূর্ব্বক যে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলাম, বিধিপূর্ব্বক যে অগ্নিতে হোম করিয়াছিলাম, আর যে তপস্যা আচরণ করিয়াছিলাম, আজ আমাদিগের সে সমুদায়ের ফল সম্পন্ন হইল[১৬]। যেহেতু আপনি জগদধিপতি হইয়াও মনোরথের অগোচর আপনার মনে আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন[১৭]। আপনি যাহার মনে থাকেন অর্থাৎ আপনাকে যে স্মরণ করে। সে ব্যক্তিই কৃতকৃত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়। বিশ্বকারণ, তোমার মনে যে থাকে, তাহার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? [১৮]। আমরা সূর্য্য কি চন্দ্র উভয়েরই উপরি প্রদেশে অবস্থিতি করি সত্য। কিন্তু আজ আপনার স্মরণানুগ্রহে তাহা অপেক্ষাও অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করিলাম [১৯]। আমরা আত্মাকে ভবৎসম্মানিত বলিয়াই আরো অধিক আদর করিতেছি, সৎকৃত আদর দর্শন করিলেই প্রায় নিজগুণের প্রতি প্রত্যয় হইয়া থাকে[২০]। হে ত্রিলোচন! আপনার অনুস্মরণে আমরা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আপনাকে বলিয়া কি জানাইব। আপনি সকলেরই অন্তর্য্যামী[২১]। আমরা আপনাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, কিন্তু আপনাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। অতএব প্রসন্ন হউন, আমরা বিচার করিয়া আপনার নির্ণয় করিতে পারি না, আপনার স্বরূপ কি বলুন[২২]। আপনি যে ভাগে বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন বা পালন করিতেছেন কিম্বা সংহার করিবেন। ইহার মধ্যে এই সাক্ষাদ্দৃষ্ট মূর্ত্তি আপনার কোন ভাগ[২৩]। অথবা হে দেব! এই প্রার্থনা অতি মহতী। ইহাতে আবশ্যক নাই; আমরা আপনার চিন্তানুসারে উপস্থিত হইয়াছি; কি করিব আদেশ করুন[২৪]। অনন্তর পরমেশ্বর নির্ম্মল দশনকিরণে মস্তকস্থিত চন্দ্রকলার ক্ষীণা কান্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন[২৫]। আমার

কোন নিজ প্রয়োজন নাই ইহা তোমরা অবগত আছ। আমার অষ্টমূর্ত্তিদ্বারাই ইহা সুব্যক্ত আছে[২৬]। তৃষ্ণাতুর চাতকেরা যেমন মেঘের নিকট বর্ষণ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ দেবতারা শক্রকর্তৃক অবমানিত হইয়া পরার্থপ্রবৃত্তি আমার নিকটে প্রসূতি প্রার্থনা করিয়াছেন[২৭]। যাজ্ঞিক যেমন বহ্নির উৎপাদনার্থ দারু-বিশেষের মন্থন আহরণ করিতে অভিলাষ করে সেইরূপ আমিও পুত্রের নিমিত্ত পার্ব্বতীকে আহরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি[২৮]। অতএব আপনারা আমার নিমিত্তে হিমালয়ের নিকট পার্ব্বতীকে প্রার্থনা করুন্। সাধুকৃত সম্বন্ধ কখন বিফল হয় না[২৯]। উন্নত অথচ প্রসিদ্ধ, প্রতিষ্ঠাশালী ও ভূভারধারী হিমালয়ের সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ সঙ্ঘটন হইলে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না ইহাও অবধারণ কর[৩০]। কন্যা প্রার্থনার্থ হিমাল-য়কে এইরূপ বলিতে হইবে তোমাদিগকে তাহা উপদেশ দিতে হইবেক না; কারণ সাধুরা তোমাদিগের প্রণীত শাস্ত্রকেই আচার বলিয়া থাকেন[৩১]। মান্যা অরুন্ধতীদেবীও সেই বিবাহকার্য্যে সাহায্য করিবেন, কারণ প্রায় এইরূপ কার্য্যে পুরন্ধ্রীবর্গেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩২]। অতএব তোমরা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ওষধিপ্রস্থ নামক হিমালয়পুরে গমন কর। এই মহাকোশী নদীপ্রপাতে পুনর্ব্বার আমাদিগের সম্মীলন হইবেক[৩৩]। যোগী-শ্রেষ্ঠ সেই মহেশ্বর বিবাহাভিলাষী হইলে ব্রহ্মপুত্র মুনিরা বিবাহ-জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন[৩৪]। অনন্তর মহর্ষিরা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন, ভগবান্‌ও প্রথমোক্ত সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলেন[৩৫]। মনস্তুল্যবেগশালী সেই পরমর্ষিরা অসিবন্নীলবর্ণ আকাশে উঠিয়া ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন[৩৬]। এ নগর ধন সমৃদ্ধির আস্পদ, ইহার চারিদিগ্ গঙ্গাপ্রবাহে পরিবেষ্টিত; কুবেরনগরী অতিক্রম করিয়া স্বর্গের অতিরিক্ত জন নিঃসারণ করিয়াই যেন নির্ম্মিত হইয়াছে[৩৭]। প্রাকারমধ্যে ওষধিলতা জ্বলিত হইতেছে। বিপুল মাণিক্যাদি প্রস্তরে পরিশোভিত, অত-

এর সম্বরণ থাকিলেও অকৃত্রিম দুর্গ সম্বরণে মনোহর হইয়া রহি-
য়াছে[৩৮]। যেখানে হস্তিদিগের সিংহভয় নাই. অশ্বেরা বিল
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যক্ষ এবং কিম্পুরুষেরা পুরবাসী এবং
বনদেতারা পুরবাসিনী স্ত্রী[৩৯]।

যে গিরিপুরের শিখরাসক্ত মেঘ গৃহের প্রতিগর্জনে সন্দিগ্ধমুরজ-
শব্দ তাড়নবিশেষ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে[৪০]! যে গিরিনগরের
কল্পদ্রুমশাখায় বস্ত্র চঞ্চালিত হইতেছে। তাহাই যেন পুরবাসি-
দিগের অযত্নসম্ভূত গৃহযন্ত্রের পতাকার ন্যায় বোধ হইতেছে[৪১]।
যে নগরে রাত্রিকালে স্ফটিকহর্ম্ম্যময় পানগোষ্ঠী প্রদেশে গ্রহনক্ষ-
ত্রাদির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া পুষ্পোপহার প্রাপ্ত হইতেছে[৪২]।
যেখানে রাত্রিকালে ওষধিলতার প্রকাশে পথ দেখা যাইতেছে।
তাহাতেই অভিসারিকারা মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও অন্ধকার অনুভব
করে না[৪৩]। যেখানে বয়সের যৌবনই শেষ। কুসুমায়ুধ কন্দর্প ব্যতি-
রেকে অপর অন্তক নাই এবং রতিখেদসমুদ্ভূত নিদ্রাই সংজ্ঞা-
বিনাশিনী হয়[৪৪]। যেখানে স্ত্রীদিগের কোপসময়ে ভ্রূভঙ্গে,
সকম্পিত ওষ্ঠে ও ললিত অঙ্গুলিতর্জ্জনাদিতে প্রসাদ পর্য্যন্ত
যুবকদিগকে যাচক হইতে হয়, অন্য প্রকার যাচক তথায় নাই[৪৫]।
যেখানে কল্পবৃক্ষচ্ছায়ায় বিদ্যাধর-পথিকেরা নিদ্রিত রহিয়াছে,
সগন্ধ গন্ধমাদন যাহার বাহ্য উপবন[৪৬]। অনন্তর সেই স্বর্গবাসী
মুনিরা হিমালয়পুর সন্দর্শন করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত অতি-
ক্লেশকর জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানকেও বঞ্চনা বোধ করিয়া-
ছিলেন[৪৭]। চিত্রার্পিতানলের ন্যায় নিশ্চল জটাভারোপলক্ষিত
সেই মুনিরা বেগে গিরিপুরে গমন করিতে লাগিলেন। দ্বার-
পালেরা উন্মুখ হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল, কেহ তাঁহাদের
গমনে নিবারণ করিল না[৪৮]। সেই মুনিরা যথা বৃদ্ধপুরঃসর গগন
হইতে অবতীর্ণ হইয়া তোয়ান্তর্বর্ত্তিনী সূর্য্যশ্রেণীর ন্যায় দীপ্তি
পাইতে লাগিলেন[৪৯]। হিমালয় অন্তঃসারদুর্ব্বর পাদবিক্ষেপে
পৃথিবীকে নত করিয়া অর্ঘ্যগ্রহণপুরঃসর পূজ্যতম মুনিদিগকে

বহু দূর হইতেই প্রত্যুদ্গমন করিলেন৫১। হিমালয়স্থ ধাতু সমূহই হিমালয়ের তাম্রবর্ণ অধর অথবা হিমালয়ের ধাতুর ন্যায় তাম্রবর্ণ অধর, দেহ উন্নত, দেবদারু তরুগুলিই হিমালয়ের বৃহৎ হস্ত অথবা দেবদারু তরুগুলিই হস্তস্বরূপ। স্বভাবতই হিমালয়ের বক্ষঃস্থল শিলার ন্যায় অথবা স্বভাবতই হিমালয়ের বক্ষঃস্থল শিলাময়৫১। হিমালয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করিয়া স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া শুদ্ধচরিত অতএব অন্তঃপুর-প্রবেশ যোগ্য সেই মুনিগণসমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন৫২। তথায় ভূধরেশ্বর হিমালয় আসন পরিগ্রহ করিয়া বেত্রাসনোপবিষ্ট প্রভু মুনিদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন৫৩ আপনাদিগের এই অসম্ভাবিত দর্শন আমার পক্ষে মেঘবিহীন বৃষ্টির ন্যায় কুসুমহীন ফলের ন্যায় বোধ হইতেছে৫৪। আপনাদিগের এই অনুগ্রহে আমি মূঢ় হইয়াও সমুদায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং লৌহাধিকার পরিবর্ত্তে সুবর্ণত্বপ্রাপ্তহইয়াছি এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছি৫৫। আমি অদ্যাবধি প্রাণিদিগের শুদ্ধির নিমিত্ত তীর্থ ভূত হইলাম। কারণ পূজ্য বক্তিরা যেখানে থাকেন, তাহাকেই তীর্থ বলে৫৬। হে দ্বিজোত্তম! মস্তকে গঙ্গাপাত এবং আপানাদিগের পদধৌতজল এই উভয়দ্বারাই আমি নিজ আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মানিতেছি ৫৭। আপনাদিগের পরিচর্য্যার্থ অবস্থিত জঙ্গম দেহ, এবং চরণরেণুপ্রাপ্ত স্থাবর দেহ; আমার স্থাবর ও জঙ্গমরূপ এই উভয়দেহকেই তুল্যরূপে অনুগ্রহ করিয়াছেন৫৮। আমার শরীর দিগ্ দিগন্তব্যাপী হইয়াও আপনাদিগের অনুগ্রহজাত প্রবৃদ্ধ পরিতোষের পর্য্যাপ্ত আশ্রয় হইতেছে না ৫৯। তেজস্বী আপনাদিগের সন্দর্শনে আমার কেবল গুহাগত অন্ধকার নষ্ট হইল এরূপ নহে কিন্তু আমার অন্তর্গত রজোগুণাতীত অজ্ঞানও নষ্ট হইল৬০। আপনাদিগের কর্ত্তব্য কোন কার্য্যই দেখিতেছি না, যদিও থাকে, তাহা অসম্পাদ্য নহে; কারণ আপনাদের সকলইত সুলভ অতএব বোধ হইতেছে যে, কেবল আমায় পবিত্র করিবার মানসেই আপ-

নাদিগের এখানে আগমন হইয়াছে৩১। আপনাদিগের কোন বিষয়ে স্পৃহা না থাকিলেও আমাকে কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবেক! কারণ ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা লাভেই প্রসন্ন হয় ৩২। আমি এবং আমার স্ত্রী এবং কুলজীবনস্বরূপ এই কন্যা আমারাসব উপস্থিত আছি. ইহার মধ্যে যাথে আপনাদিগের প্রয়োজন থাকে বলুন, তাহাকেই সমর্পণ করিতেছি বাহ্যবস্তুর কথা আর কি কহিব৩৩। হিমালয়ের এই কথা গুহাতে প্রতিধ্বনিত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন হিমালয় তাহাই দুইবার বলিয়া তাহা দৃঢ়তর করিলেন৩৪। অনন্তর ঋষিরা কথাপ্রসঙ্গে প্রগভ অঙ্গীরাকে বলিতে বলিলেন, অঙ্গিরাও হিমালয়কে কহিলেন৩৫। স্বয়ং স্ত্রী ও কন্যা ইহার মধ্যে যাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন থাকে, তাহা আমাদিগকে দিতে পার এই কথা যাহা বলিলে ইহা অপেক্ষাও তোমাতে আরো সম্ভব হয় তোমার শিখরের ও মনের উন্নতি অসাধারণ৩৬। তোমাকে স্থাবরাত্মা বিষ্ণু বলে, তাহা যথার্থ। কারণ তোমার কুক্ষি চরাচর জগৎস্থ প্রাণীর আধার৩৭। যদি তুমি পাতাল পর্য্যন্ত পৃথিবীকে না ধারণ করিতে? তবে অনন্তদেব মৃণালবৎ কোমল ফণাদ্বারা কিরূপে পৃথিবীধারণ করিতেন৩৮। অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রবাহবতী সমুদ্রতরঙ্গেও অনিবারিত তোমার নদী এবং অবিচ্ছিন্ন নিষ্কলঙ্ক প্রবন্ধশালিনী সমুদ্রপারগামিনী তোমার কীর্ত্তি পাবনতানিবন্ধন লোকদিগকে পবিত্র করিতেছে৩৯। ভাগিরথী বিষ্ণুর চরণ হইতে উদ্ভবা বলিয়া যেরূপ শ্লাঘ্য, সেইরূপ তোমা হইতে উদ্ভব বলিয়াও প্রশংসনীয়৪০। ত্রিপদক্ষেপোদ্যতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যেমন তির্য্যক, ঊর্দ্ধ, এবং অধঃ প্রভৃতি সর্ব্বদেশব্যাপী সেইরূপ তুমিও স্বভাবতঃ সর্ব্বদিগন্তব্যাপী ৪১। তুমি ইন্দ্রাদির সহিত যজ্ঞাংশভাগী হইয়া সুমেরুর অত্যুচ্চ সুবর্ণময় শৃঙ্গকেও ব্যর্থ করিয়াছ৪২। তুমি স্থাবর শরীরে কাঠিন্য নিহিত করিয়াছ, আর তোমার এই জঙ্গম শরীর ভক্তিনম্র হইয়া সাধুদিগের পূজাসাধন হইয়াছে৪৩। অতএব আমাদিগের

আগমনের কারণ শ্রবণ কর, সে তোমারই কার্য্য। আমরা উত্তম কার্য্যের উপদেষ্টা বলিয়া তাহার অংশভাগীমাত্র[৭৪]। যিনি অনিমালঘিমাদি-গুণগণালঙ্কৃত, এবং অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত পুরুষান্তরের অবোধি ঈশ্বরশব্দ ধারণ করিতেছেন[৭৫]। পথিমধ্যে অশ্বেরা যেমন যান ধারণ করে, সেই রূপ যিনি পৃথিব্যাদি অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা এই বিশ্ব ধারণ করিতেছেন[৭৬]। যোগিরা সর্ব্বভূতান্তর্যামী শরীরান্তশ্চর যাহাকে অন্বেষণ করেন[৭৭]। মনীষিরা যাঁহার পদকে সংসারাবৃত্তির নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৭৮]। জগতের কর্ম্মদ্রষ্টা বরদাতা সেই শম্ভু অস্মন্নিবেশিত বাক্যদ্বারা তোমার কন্যাকে স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছেন[৭৯]। বাক্যের সহিত অর্থের ন্যায় কন্যার সহিত তাঁহাকে সঙ্ঘটন করিতে যোগ্য হইতেছ, কারণ কন্যা সৎপাত্রে প্রদত্তা হইলে পিতার অশোচ্যা হয়[৮০]। এই সমস্ত চরাচরস্থ প্রাণীরা ইহাকে মাতা বলুক, কারণ মহাদেব জগতের পিতা[৮১]। দেবতাগণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া চূড়ামণিকিরণে ইহার চরণদ্বয় রঞ্জিত করুন[৮১]। উমা বধূ, আপনি দাতা, আমরা যাচক, শম্ভু বর এই কর্ম্ম তোমার কুলের অতিশয় উন্নতির ও গৌরবের নিমিত্ত তাহার সন্দেহ নাই[৮২]। তিনি কাহাকেও স্তব করেন না, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে স্তব করে; তিনি কাহাকেও বন্দনা করেন না কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকে। তিনি বিশ্বের গুরু। তুমি তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া বিশ্বগুরুরও গুরু হও[৮৩]। দেবর্ষি অঙ্গিরা এই কথা বলিলে পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে অধোমুখে দাঁড়াইয়া লজ্জায় ক্রীড়া পদ্মের পত্র গুলি গণনা করিতে লাগিলেন[৮৪]। মহাদেবকে কন্যা প্রদান করিতে পর্ব্বতরাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল তথাপি তিনি মেনকার মত লইবার নিমিত্ত তন্মুখে নেত্র প্রেরণ করিলেন। কারণ গৃহস্থেরা কন্যাপ্রয়োজনে প্রায়ই গৃহিণীর মতের অপেক্ষা করিয়া থাকেন[৮৫]। মেনকাও পতির অভীপ্সিত কার্য্যে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। পতিব্রতা স্ত্রীরা স্বামির অভীপ্সিত কার্য্যে প্রায়ই তাহার চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন[৮৬]।

এখানে এইরূপ উত্তর প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত ইহা বিবেচনা করিয়া মুনিবাক্যাবসানে হিমালয় মঙ্গলালঙ্কৃতা কন্যাকে স্বহস্তে ধরিলেন[৮৭]। এবং বলিলেন, বৎসে! এদিগে এস। বিশ্বাত্মা শিবের নিমিত্ত তুমি ভিক্ষাস্বরূপ হইয়াছ। এই মুনিরা তোমায় যাচ্ঞা করিতেছেন। অদ্য আমি গৃহস্থের ফল লাভ করিলাম[৮৮]। মহীধর কন্যাকে এই কথা বলিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছেন[৮৯]। মুনিরা অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন দ্বারা উদারচরিত গিরিরাজকে বাক্যের দ্বারা অভিনন্দন করিয়া ফলোন্মুখ আশীর্ব্বাদ দ্বারা আম্বিকাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন,[৯০]। পার্ব্বতী প্রণাম করিলেন। প্রণামাদরে তাঁহার সুবর্ণ কুন্তল বিচলিত হইল। অরুন্ধতী লজ্জিতা পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন[৯১]। মাতা মেনকা কন্যার বিয়োগে বিধুরা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেল। অরুন্ধতী অনন্য-পূর্ব্ব বরের গুণগণ বর্ণন করিয়া তাঁহার শোক অপনয়ন করিলেন[৯২] তৎক্ষণাৎ হিমালয় বিবাহের দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, বল্কল-বসনা মুনিরা তিনি দিনের পর চতুর্থ দিবসে বিবাহ হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন[৯৩]। ঋষিরা হিমালয়ের নিকট বিদায় লইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে কার্য্যসিদ্ধি নিবেদনপুরঃসর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে গমন করিলেন[৯৪]। পশুপতিও পর্ব্বত-রাজপুত্রীর সমাগমার্থে উৎকণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে সেই তিন দিন যাপন করিলেন। ঔৎসুক্যাদি সঞ্চারিভাব যখন বিভুকেও স্পর্শ করিল, তখন ইহারা অপর কোন ব্যক্তিকে বিকৃত না করিবেক? [৯৫]।

ইতি কুমারসম্ভবে উমাপ্রদান নামক ষষ্ঠ সর্গ।

কুমারসম্ভব।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর ওষধির অধিপতি চন্দ্রের বৃদ্ধি সময়ে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে জামিত্রগুণান্বিত তিথিতে হিমালয় বন্ধুবান্ধবগণসমভিব্যাহারে কন্যার বিবাহসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন[১]। প্রতি-গৃহে কুটুম্বিনীরা প্রীতি বশতঃ বিবাহসম্বন্ধীয় মঙ্গলার্থ সম্পাদনে এত ব্যাগ্র হইয়াছিল, যে তাহাতে হিমালয়ের পুর ওষধিপ্রস্থ এবং অন্তঃপুর উভয়ই একটী বাটী বলিয়া বোধ হইয়াছিল[২]। রাজপথে পারিজাত পুষ্প ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। পট্টবস্ত্রে ধ্বজপংক্তি রচনা করিল। ওষধিপ্রস্থ সুবর্ণময় তোরণের প্রভাতে স্থানান্তরিত স্বর্গের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল[৩]। অনেক পুত্র কন্যা থাকিলেও উমা চিরনষ্টের পর লব্ধ অথবা মরিয়া পুনরুৎপন্ন ব্যক্তির ন্যায় হইলেন। আসন্নবিবাহা পার্ব্বতী শ্বশুরালয়ে যাইবেন বলিয়া পিতা মাতার বিশেষ রূপে প্রাণের স্বরূপ হইলেন[৪]। সকলেই পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্রোড়ে করিয়া লইতে লাগিল। এবং বারম্বার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল অর্থাৎ এক বেশ হইতে অন্যরূপ বেশ করিয়া দিতে লাগিল। স্নেহ স্ব স্ব পুত্রাদিতে বিভক্ত হইলেও সেই পার্ব্বতীই গিরিকুলের একমাত্র পাত্র হইয়াছিলেন[৫]। মৈত্র মুহূর্ত্তে উত্তরফাল্গুনি নক্ষত্র চন্দ্রের সহিত যোগ হইলে পতিপুত্রবতী নারীরা সেই পার্ব্বতীর শরীরে প্রসাধন কার্য্য সম্পন্ন করিল[৬]। সেই পর্ব্বতরাজকন্যা শ্বেতশর্ষপশোভিত দূর্ব্বাপ্রবাল দ্বারা বিশেষ

রূপে সুশোভিত হইলেন। এবং নাভির উপরিভাগে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ক্ষত্রিয়াগ্রাহ্য বাণ ধারণপুরঃসর অলঙ্কারে অলংকৃত হইলেন[৭]। বালা পার্ব্বতী বিবাহার্থ নূতন সায়ক সম্পর্কে কৃষ্ণপক্ষাবসানে সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রবৃদ্ধমান শশাঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইলেন[৮]। লোধ্রচূর্ণ দ্বারা পার্ব্বতীর অঙ্গের তৈল উদ্ঘাটন করিল। ঈষৎ শুষ্ক গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাহার অঙ্গরাগ করিয়া দিল এবং নারীরা সকলে তাঁহাকে স্নানযোগ্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া চতুস্তম্ভ গৃহের অভিমুখে লইয়া গেল[৯]। মরকতমণিবিস্তৃত আবদ্ধ মুক্তাফল রচনা দ্বারা বিচিত্রিত চতুষ্কে বসাইয়া নারীরা অবনত স্বর্ণকুম্ভজলে তূর্য্যবাদ্যবাদনপুরঃসর পার্ব্বতীকে স্নান করাইলেন[১০]। পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতী মঙ্গলার্থ স্নান করিয়া নির্ম্মলাঙ্গী হইলেন এবং পতি-সমাগম-যোগ্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। তাহাতে সেই পার্ব্বতী মেঘজল সম্পাদিতাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১১]। পতিব্রতা নারীরা তাহাকে হস্তদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তথা হইতে কৌতুকাগার মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় উপরিভাগে বিতান শোভমান রহিয়াছে! চারিদিকে মণিস্তম্ভ পরিবেষ্টিত এবং আসন সুসজ্জীভূত রহিয়াছে।[১২] পুরনারীরা সেই ক্ষীণাঙ্গী পার্ব্বতীকে তথায় পূর্ব্বমুখী করিয়া বসাইয়া সম্মুখে বসিলেন এবং অলঙ্করণ সামগ্রী সকল সম্মুখে থাকিলেও তাহার স্বাভাবিক শোভায় তাহাদিগের নেত্র আকৃষ্ট হইল, এবং ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাহারা ক্ষণ কাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল[১৩]। ধূপোষ্মায় পার্ব্বতীর কেশ কলাপের আর্দ্রভাব দূরীভূত হইল। মধ্যে মধ্যে দূর্ব্বা ও কুসুম বিন্যস্ত হইল কোন কোন অলঙ্কর্ত্রী আসিয়া হরিত মধুদ্রুম কুসুম মাল্যে তাহার কেশ পাশ বিচিত্র বন্ধনে বন্ধন করিয়া দিল[১৪]। গৌরীর অঙ্গে শ্বেত অগুরু চন্দন মাখাইয়া দিল। গোরোচনা দ্বারা পত্র-রচনাও হইল। তাহাতে পার্ব্বতী চক্রবাকাঙ্কিত গঙ্গার সিকতাময়

প্রদেশ অপেক্ষাও শোভা পাইতে লাগিলেন[১৫]। ভ্রমরাঙ্কিত পদ্ম এবং মেঘলেখা সম্বলিত চন্দ্রবিম্ব অপেক্ষাও পার্ব্বতীর আননশ্রী চূর্ণকুন্তলে সুশোভিত হইয়া উপমা রহিত হইল[১৬]। লোধ্র পুষ্পের বিলেপন দানে গণ্ডস্থল নির্ম্মল হইল। গোরোচনায় গৌরীর কপোল গৌরবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে আবার কর্ণে যবাঙ্কুর পরাইয়া দিল। সুতরাং দ্রষ্টবর্গের চক্ষু স্পন্দহীন হইল[১৭]। সুসংশ্লিষ্টাবয়বা পার্ব্বতীর অধরোষ্ঠ মধ্যগত রেখায় সুশ্লিষ্ট সিকথ দ্বারা বিশেষরূপে নির্ম্মলীকৃত হইয়াছিল। সন্নিহিত লাবণ্য ফল সেই অধরোষ্ঠ স্ফুরণ দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল[১৮]। সখী চরণদ্বয় লাক্ষারসাভিষিক্ত করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, যে এই চরণে পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলা স্পর্শ কর। পার্ব্বতী তাহাকে কিছু না বলিয়া মাল্য দ্বারা তাড়না করিলেন[১৯]। অলঙ্কর্ত্রীরা সম্যগুৎপন্ন উৎপল পত্রের ন্যায় রমণীয় সেই পার্ব্বতীর নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া মঙ্গলার্থ বলিয়াই তাহাতে কালাঞ্জন অর্পণ করিলেন। চক্ষুর শোভা বিশেষ বর্দ্ধনার্থ হইল না[২০]। বিকশিত পুষ্প লতার ন্যায়, উদয়বৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলবিরাজিত রাত্রির ন্যায়, পক্ষীগণশোভিত নদীর ন্যায় সেই পার্ব্বতী অলঙ্কারবিভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন[২১]। নিশ্চলায়তলোচনা পার্ব্বতী দর্পণে স্বীয় সুশোভিত শরীর অবলোকন করিয়া হরপ্রাপ্তির নিমিত্ত ত্বরাবতী হইলেন। কারণ স্ত্রীলোকদিগের বেশ প্রিয়দর্শনেই চরিতার্থ হয়[২২]। অলঙ্কারণানন্তর মাতা মেনকা মঙ্গলনিমিত্ত আর্দ্র হরিতাল ও মনঃশিলা তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বয়ে ধারণ করিয়া কর্ণলম্বি দন্তপত্র সুশোভিত পার্ব্বতীর নির্ম্মল মুখ কথঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া বিবাহ দীক্ষা সম্পাদনার্থে তিলক করিয়া দিলেন[২৩]। স্তনোদ্ভেদ পর্য্যন্ত উমার যে প্রথম মনোরথ হইয়া ছিল, মেনকা সেই মনোরথকেই অতিকষ্টে বিবাহতিলক করিয়া দিলেন, কারণ আনন্দবাষ্প তাঁহার চক্ষু দর্শনবিহীন হইয়াছিল[২৪]। মেনকা আন-

বাষ্পে অন্ধ হইয়া পার্ব্বতীর উর্ণাময় হস্তসূত্র অযথাস্থানে পরাইয়া দিলেন, উপমাতা ধাত্রী তাহা দেখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা সরাইয়া দিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিল[২৫]। পার্ব্বতী নূতন পট্টবস্ত্র পরিধান এবং অভিনব দর্পণ ধারণ করিয়া ফেনপুঞ্জোপশোভিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরভূমির ন্যায়, সম্পূর্ণ-চন্দ্রমা শরৎকালীন রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[২৬]। কর্ত্তব্য সম্পাদনদক্ষা মাতা মেনকা কুলালম্বনস্বরূপা পার্ব্বতীকে পূজিত কুলদেবতাদিগকে প্রণাম করাইয়া ক্রমে ক্রমে সতীদিগের পাদগ্রহণ করাইলেন[২৭]। পতির অখণ্ডিত প্রেম লাভ কর বলিয়া সতীরা আশীর্ব্বাদ করিলে উমা নম্র হইয়া রহিলেন। কিন্তু পার্ব্বতী পরে পতির অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া বন্ধুজনদিগের আশীর্ব্বাদকেও ন্যক্কৃত করিয়া ছিলেন[২৮]। কার্য্যকুশল সভ্য হিমালয় উৎসাহ ও ঐশ্বর্য্যের সদৃশ পার্ব্বতীর বিবাহকৃত্য সমাপন পুরঃসর সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাতে উপবেশন করিয়া বৃষভারূঢ় দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতীক্ষাকরিয়া রহিলেন[২৯]। গৌরীর প্রসাধনসময়েই কৈলাস পর্ব্বতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকাগণ আদরপূর্ব্বক তাঁহার যেন সেই প্রথম বিবাহ তদনুরূপ প্রসাধন সকল তাঁহার অগ্রে সমর্পণ করিলেন[৩০]। ঈশ্বর মাতৃকাগণের সম্মানার্থে সেই মঙ্গলময় ভূষণসামগ্রী কেবল স্পর্শমাত্র করিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই ভস্মকপালাদি স্বাভাবিক বেশই বিবহকর্ত্তার অপেক্ষিত ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল[৩১]। ভস্মেই শ্বেত অঙ্গরাগ হইল। কপালেই নির্ম্মল শিরোভূষণ হইল। গজচর্ম্মই পট্টবস্ত্র হইল। তাহার অঞ্চলে গোরোচনাই হংসাদিচিহ্ন হইল[৩২]। দেবাদিদেব মহাদেবের ললাটাক্ষিমধ্যস্থ চক্ষুতে যে পিঙ্গলিমা বিদ্যমান ছিল সেই হরিতালময়ী তিলকক্রিয়ার কার্য্য করিয়াছিল[৩৩]। প্রকোষ্ঠাদিতে কঙ্কণাদি আভরণবিশেষ সম্পাদনার্থে নাগগণের শরীরই কেবল বিকৃত হইল কিন্তু ফণরত্ন শোভা সেইরূপ অবিকৃতই রহিল[৩৪]। দিবাভাগেও মহাদেবের শিরশ্চন্দ্রের কিরণকান্তি উৎ-

শীর্ণ হইয়া থাকে ; বাল্যতানিবন্ধন কলঙ্ক আবির্ভাব হয় না তাদৃশ চন্দ্র সর্ব্বদাই মহাদেবের মস্তকে রহিয়াছে তাঁহার আর চূড়ামণি গ্রহণের আবশ্যক কি ?[৩৫] অদ্ভুত ঘটনাপটু মহাদেব এইরূপে প্রভাবে প্রসিদ্ধ বেশবিধান নির্ম্মাণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তি প্রথমগণ দ্বারা আনীত খড়্গে সংক্রামিত নিজ প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিলেন[৩৬]। বৃষভের পৃষ্ঠদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণ রহিয়াছে। বৃষ মহাদেবের প্রতি ভক্তি বশত শরীর পরিমাণ সঙ্কুচিত করি-য়াছে। দেবাদিদেব নন্দীর হস্তধারণ করিয়া কৈলাসের ন্যায় সেই বৃষভে আরোহণ করিলেন[৩৭]। সপ্ত মাতৃকাও সেই দেবা-দিদেব মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিজ নিজ বাহনের গতি বশতঃ শরীর কম্পিত হওয়াতে তাঁহাদের কুণ্ডল দোলায়িত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের অরুণবর্ণ মুখের প্রভা-মণ্ডলরাগে রাজিত অন্তরীক্ষ পদ্মাকরের ন্যায় শোভা পাইল[৩৮]। স্বর্ণমণ্ডিতা মাতৃকাগণের পশ্চাতে কপালাভরণা কালী বলাকা-শ্রেণীসুশোভিতা দূরে ও অগ্রে প্রসারিতবিদ্যুন্মালা নীল-মেঘমালার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[৩৯]। অনন্তর শূলীর অগ্রগামী প্রমথেরা মঙ্গলতূর্য্য ঘোষণা করিতে লাগিল। সেই তূর্য্য ঘোষণাই যেন বিমানশৃঙ্গ অবগাহন করিয়া দেবতাদিগকে এই সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা বলিয়া দিতে লাগিল[৪০]। সূর্য্যদেব বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত অভিনব আতপত্র দেবদেবের মস্তকে ধরিলেন! সেই আতপত্রের প্রান্তলম্বি বস্ত্র মস্তকের অতিসন্নিহিত হওয়াতে মহাদেবের মস্তকে যেন গঙ্গাদেবী পতিতা হইতেছেন এইরূপ শোভা হইল[৪১]। সেই সময়ে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া চামর গ্রহণ পুরঃসর মহাদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। তদানীং নদীরূপ তিরোহিত হইলেও যেন তাহাতে হংসচয় চরি-তেছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল[৪২]। প্রথম বিধাতা ব্রহ্মা এবং শ্রীবৎস-চিহ্নশালী পুরুষ বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং [illegible] উচ্চারণ করিয়া ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় তাঁহার মহিমা

বর্দ্ধন করিলেন[৪৩]। ইঁহাদিগের এক মূর্ত্তি ত্রিরূপে বিভক্ত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব সমানই ছিল। কখন হর; বিষ্ণু অপেক্ষা বড়, কখন হরি, হর অপেক্ষা বড়; কখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগের অপেক্ষা বড়; কখন তাঁহারা ব্রহ্মা অপেক্ষা বড় হন[৪৪]। ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ ঐশ্বর্য্যচিহ্ন ছত্রচামরবাহন পরিত্যাগ করিয়া বিনীতবেশে দেবের দর্শন নিমিত্ত নন্দীকে সঙ্কেত করিলেন। নন্দী দেখাইয়া দিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করিলেন[৪৫]। দেবাদিদেব মহাদেব মস্তক কম্পন করিয়া বিধাতাকে বাক্যে, হরিকে হাস্যে, ও ইন্দ্রকে দর্শন দ্বারা অবশিষ্ট দেবতাদিগকে যথাপ্রধানে সম্মানিত করিলেন[৪৬]।

সপ্তর্ষিগণ অগ্রে, জয় হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি এই বিস্তৃত বিবাহযজ্ঞে পূর্ব্বেই আপনাদিগকে ঋত্বিগ্রূপে বরণ করিয়াছি[৪৭]। প্রবীণ বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার ত্রিপুর বিজয় গান করিতে লাগিল। তমোগুণাতীত দেবাদিদেব চন্দ্রশেখর মহাদেব পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন[৪৮]। সুন্দরগামী বাহন বৃষ আকাশমার্গে তাঁহাকে বহন করিয়া চলিল, গমনে সুবর্ণ ঘণ্টিকার অতি মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। এবং তাহার শৃঙ্গে প্রভূত মেঘ বিদ্ধ হইতে লাগিল; ইহাতে যেন তীরভূমি ভেদ করিয়া শৃঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত হইতেছে, ভাবিয়া মুহুর্মুহুঃ বিশান কম্পন করিতে লাগিল[৪৯]। বাহন বৃষ পুরোলগ্ন সুবর্ণ সূত্রের ন্যায় হরদৃষ্টিপাতে আকৃষ্ট হইয়াই যেন ক্ষণকাল মধ্যে নগেন্দ্ররক্ষিত নগর প্রাপ্ত হইল, ঐ নগর কখন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই[৫০]। মেঘের ন্যায় নীলকণ্ঠ সেই দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুর বিজয়সময়ে স্ববাণচিহ্নিত আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন, পুরবাসিরা আনন্দে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিতে লাগিল[৫১]। গিরিরাজ হিমালয় তাঁহার আগমনে প্রীত হইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি সমৃদ্ধিমৎ বন্ধুজনাধিরূঢ়

বিকসিতপুষ্প নিজ নিতম্বদেশের ন্যায় গজবৃন্দ সমভিব্যাহারে মহাদেবের প্রত্যুদ্গমন করিলেন[৫২]। পুরদ্বারের কপাট উদ্ঘাটিত হইল. মধ্যসেতু ভগ্ন হইলে যেমন জল প্রবাহদ্বয় মিলিত হয়। সেইরূপ দেবতা ও পর্ব্বতরাজদিগের উভয় দল একীভূত হইল; কোলাহল শব্দ বহু দূর গমন করিল[৫৩]। ত্রৈলোক্যের বন্দনীয় মহাদেব নমস্কার করিলে হিমালয় অতিশয় লজ্জিত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্বেই মহাদেবের মহিমায় আত্মমস্তক অত্যন্ত-নমিত হইয়াছে ইহা অবগত হইতে পারিলেন নাই[৫৪]। আহ্লাদে হিমালয়ের মুখশোভা বিস্তৃত হইল, তিনি অগ্রসর হইয়া জামাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুরে প্রবেশ করাইলেন। ঐ নগরের সমস্ত পণ্যবীথিকাপথ পাদগ্রন্থি পর্য্যন্ত পুষ্পে বিক্ষিপ্ত ছিল[৫৫]। সেই সময়ে পুরনারীরা ঈশানদর্শনে লোলুপ হইয়া অন্য কার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ পুরঃসর গবাক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল[৫৬]। কোন নায়িকার গবাক্ষ দ্বারে যাইতে: বেষ্টন খুলিয় মাল্য পতিত হইল। কিন্তু সেই মুক্ত কেশকলাপ হস্তে ধরিয়াই চলিল। বাঁধিয়া যাইতে সময় হইয়া উঠিল না[৫৭]। কোন নায়িকার পাদরঞ্জনার্থ অলঙ্কর্ত্রীরা পদের অগ্রভাগ ধরিয়াছে। সেই কামিনী সেই আর্দ্র অলক্তকাঙ্কিত পদ আকর্ষণ করিয়া দৌড়িল, এবং তাহাতে গবাক্ষ পর্য্যন্ত অলক্তকাঙ্কিত পদচিহ্ন পড়িল[৫৮]। কোন নায়িকা অগ্রে দক্ষিণনেত্রে কজ্জল পরিয়া বাম চক্ষে না দিয়া কজ্জলশলাকা লইয়াই গবাক্ষে উপস্থিত হইল[৫৯]। গবাক্ষ মধ্যে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া যাইতে যাইতে কোন নায়িকার বসনগ্রন্থি খসিয়া গেল, সেই বস্ত্রগ্রন্থি হস্তে ধরিয়া চলিল, হস্তাভরণের প্রভায় নাভিমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল[৬০]। কোন নায়িকা মেখলা গাঁথিতে গাঁথিতে উঠিয়াছিল। অর্দ্ধেক বই গাঁথা হয় নাই, যত পদ নিক্ষেপ করিল; ততই সূত্র হইতে রত্নগুলি গলিয়া পড়িল, এই রূপে যখন গবাক্ষের নিকটে পৌঁছিল, তখন কেবল অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্রগাছটি মাত্র অবশিষ্ট রহিল[৬১]।

তাহারা সকলে কৌতুকাক্রান্ত হইয়া গবাক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলে গবাক্ষদ্বারে আর অবকাশ রহিল না। সেই নারীগণের মুখে গবাক্ষ-রন্ধ্র যেন পদ্মাভরণে সুশোভিত হইল। কারণ স্ত্রীদিগের মুখে আসব গন্ধ বহির্গত হইতেছে এবং তাঁরকারূপ ভ্রমর চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে[৬২]। চন্দ্রশেখর রাজপথে উপস্থিত হইলেন; রাজপথ উন্নত তোরণ এবং পতাকায় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। যেন দিবসেও প্রসাদশৃঙ্গশোভা জ্যোৎস্নাভিষেকে দ্বিগুণীত করিতেছে[৬৩]। নারীরা যেন সেই পরমসুন্দর মহাদেবকে নয়নে পান করিতে লাগিল, তখন অন্য কোন বিষয়েই তাহাদের মনে ছিল না; তাঁহাদিগের অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় যেন চক্ষুতেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল[৬৪]। কোমলাঙ্গী পার্ব্বতী যে ইহার নিমিত্ত এত দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয়। কারণ যে নারী ইঁহার দাসী হইতে পারে সেও কৃতার্থ হয়, যে ইঁহার অঙ্কশয্যা পাইবে তাহার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব[৬৫]। ইঁহারা অসীম সৌন্দর্য্য-শালী, বিধাতা যদি ইহাদিগের পরস্পরকে না মিলিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহাঁদিগের রূপ নির্ম্মাণ-যত্ন বিফল হইত সন্দেহ নাই[৬৬]। ইঁনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া কামদেবের শরীর দগ্ধ করেন নাই। বোধ হয় কন্দর্প এই দেবকে দেখিয়া লজ্জায় স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল[৬৭]। গিরিরাজ সৌভাগ্য বশতঃ এই ঈশ্বরের সহিত মনোভিলষিত সম্বন্ধ করিয়া তাঁহার পৃথিবীধারণে উচ্চতর মস্তক আরো উন্নত করিলেন[৬৮]। ত্রিলোচন পুরসুন্দরীদিগের এইরূপ সুখকর কাব্য শ্রবণ করিতে করিতে হিমালয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে লাজমুষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল[৬৯]। মহাদেব তথায় অচ্যুতের হস্তগ্রহণ করিয়া শরৎকালের মেঘ হইতে সূর্য্যের ন্যায় বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিধাতা কর্ত্তৃক পূর্ব্বাক্রান্ত গিরিরাজের অন্য কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলেন[৭০]। যেমন মহা-প্রয়োজন প্রকৃষ্ট উপায়ের অনুগমন করে, সেই রূপ তাঁহার

অবরোহণের পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা, সপ্তর্ষি ও পরমর্ষিরা এবং প্রথমগণ হিমালয়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন,[১১]। গিরিরাজের ভবনে ঈশ্বর যথাবিধি বিষ্টর, সরত্ন অর্ঘ্য, মধুমৎ-গব্য এবং নূতন পট্টবস্ত্র ইত্যাদি পর্ব্বতরাজানীত সমুদয় দ্রব্য মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করিলেন[১২]। যেমন নূতন চন্দ্রকিরণ স্ফুটফেনরাজি সমুদ্রকে তীর সমীপে লইয়া যায় সেই রূপ ঈশ্বর পট্টবস্ত্র পরিধান করিলে বিনীত অন্তঃপুরদক্ষেরা তাঁহাকে বধূসমীপে লইয়া গেল[১৩]। কুমারীর আননচন্দ্রকান্তি প্রবৃদ্ধ হইল, চক্ষুরূপ কুমুদ প্রফুল্ল হইল, শরৎকালে লোক যেমন প্রফুল্লচিত্ত হয়, সেই রূপ মহাদেব কুমারী পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া প্রসন্নচিত্ত হইলেন[১৪]।

উভয়ের লোচন উভয়ের সন্দর্শনার্থ লোলুপ। উভয়ে উভয়কে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া দৃষ্টি সংহরণ করিলে উভয়ের চক্ষুই লজ্জা-রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল[১৫]। কন্দর্প যেন মহাদেবের ভয়ে উমার শরীরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছিল, সেই কন্দর্পের প্রথম অঙ্কুরের ন্যায় হিমালয়োপনীত তাম্রাঙ্গুলি পার্ব্বতীর কর অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব গ্রহণ করিলেন[১৬]। উমার রোমাঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইল। বৃষভকেতন মহাদেব স্বিন্নাঙ্গুলি হইলেন। বধূবরের পাণিগ্রহণে কন্দর্পের অবস্থিতি যেন সমভাবে বিভক্ত হইল[১৭]। বিবাহসময়ে উমামহেশ্বরের সান্নিধ্য-বশতঃ সকল বধূবরই অসাধারণ শোভা ধারণ করে। এই বিবাহে তাঁহাদের উভয়ের যে কত শোভা হইয়াছিল, তাহার কথা আর কি বলিব[১৮]। উদ্গত-জ্বাল বিবাহাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করাতে বধূবর সুমেরুর প্রান্ত ভাগে পরস্পর সংযুক্ত দিবারাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৯]। পুরোহিত জায়াপতীকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন, উভয়েই উভয়ের সংস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন। পরে পুরোহিত উদ্দীপ্ত অগ্নিতে বধূকে লাজ বিসর্জ্জন করাইলেন[২০]। পুরোহিতের উপদেশে বধূ লাজধূমাঞ্জলি বদনে

লাগাইলেন। সেই ধূমশিখা গৌরীর কপোলে লাগিয়া ক্ষণকাল কর্ণোৎপলস্বরূপ হইয়াছিল [৮১]। আচারধূমগ্রহণে বধূর গণ্ডস্থল ঈষৎ আর্দ্র এবং অরুণ বর্ণ হইল এবং চক্ষের অঞ্জনরাগ উঠিয়া গেল, যবাঙ্কুরের কর্ণাভরণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল [৮২]। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বধূ পার্ব্বতীকে বলিলেন, বৎসে ! এই বহ্নি তোমাদের বিবাহ কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া রহিলেন। তুমি অবিচারে ভর্ত্তা শিবের সহিত ধর্ম্মচর্য্যা কর [৮৩]। গ্রীষ্মকালে উৎকট-তাপ পৃথিবী যেমন, প্রথম মেঘ বিগলিত জল পান করে, সেই রূপ ভবানী নেত্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রবণ বিস্তার করিয়া যেন গুরুর সেই বাক্য গুলি পান করিলেন [৮৪]। প্রিয়দর্শন শাশ্বত ভর্ত্তা মহাদেব ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন করিতে বলিলেন, উমাও মুখ উত্তোলনপূর্ব্বক লজ্জায় স্বরহীন হইয়া হাঁ দেখিলাম ইহা অতিকষ্টে বলিলেন [৮৫]। বিধিজ্ঞ পুরোহিত এইরূপ বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে সকলের পিতা মাতা স্বরূপ সেই পার্ব্বতী এবং মহাদেব পদ্মাসনোপবিষ্ট পিতামহ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন [৮৬]। হে কল্যাণি ! বীরপ্রসবা হও, বলিয়া বিধাতা বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা বাগীশ্বর হইয়াও অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের কোন আকাংক্ষা নাই তবে কি আশীর্ব্বাদ করি এই ভাবিয়া স্থির হইয়া রহিলেন [৮৭]। চারিদিগে পুষ্পরচনায় শোভিত চতুরস্র বেদির মধ্যে সেই জায়াপতীকে বসাইয়া আচারবশত অর্দ্রাক্ষতারোপণ করাইলেন [৮৮]। লক্ষ্মীদেবী তাঁহাদিগের মস্তকের উপরি কমলরূপ আতপত্র ধারণ করিলেন তাহার পত্রান্তে জলবিন্দু থাকাতে মুক্তাফল সমূহের শোভা সম্পন্ন করিল, দীর্ঘ মৃণালই সেই আতপত্রের দণ্ড হইল [৮৯]। বাগ্দেবী সংস্কৃত ও প্রাকৃতরূপ শব্দজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন। বরেণ্য বরকে সংস্কারপূত সংস্কৃত এবং বধূকে সুখগ্রাহ্য প্রাকৃত বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন [৯০]। সেই দম্পতী অপ্সরাদিগের প্রযুক্ত নাটক প্রয়োগ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে মুখাদি নির্ব্বহণান্ত পঞ্চসন্ধিতে ও কৌশিক্যাদি বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে ও শৃঙ্গারাদি রসভেদে বসন্ত

ললিতাদি রাগও প্রযুক্ত হইয়াছে এবং মনোহর অঙ্গ বিক্ষেপাদিও বিদ্যমান রহিয়াছে[৯১]। অনন্তর দেবতাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ঊঢ়ভার্য্য মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শাপাবসানে লব্ধশরীর কন্দর্প এখন আপনার সেবা করুক্ এই প্রার্থনা করিলেন[৯২]। ভগবান্ বিগতক্রোধ হইয়া নিজশরীরে তাহার বাণনিক্ষেপের অনুমতি করিলেন। কার্য্যবিৎ ব্যক্তি সময় বুঝিয়া ভর্ত্তাকে বিজ্ঞাপন করিলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয়[৯৩]। অনন্তর চন্দ্রশেখর দেবগণকে বিদায় দিয়া পর্ব্বতরাজপুত্রীকে স্বহস্তে ধরিয়া কৌতুকাগারে প্রবেশ করিলেন, তথায় সুবর্ণকলস, ভক্তিরচনা ও ক্ষিতিতলে শয্যা প্রস্তুত ছিল[৯৪]। সেই কৌতুকাগারে গৌরী নববিবাহোচিত লজ্জাপরবশ হইয়া রহিলেন ভর্ত্তা বসন আকর্ষণ করিলে পার্ব্বতী তাহা অপহরণ করিয়া লইলেন এবং কষ্টে নর্ম্মসহচরীদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন; ঈশ্বর মহাদেব হাস্যাধিদেব প্রমথগণকে মুখ বিকার দ্বারা অপ্রকাশে তাঁহাকে হাসাইয়া ছিলেন[৯৫]।

কুমারসম্ভবে উমাপরিণয় নামক সপ্তম সর্গ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।